ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-352 ■ 30 September, 2024 ■ আগরতলা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৩ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নারী শক্তি জলশক্তিকে সমৃদ্ধ করে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১১৪তম পর্বে বলেন যে, এটা ১০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, কখনও নারী শক্তি জলশক্তিকে সমৃদ্ধ করে, তো কোথাও জলশক্তি নারী শক্তিকে সুদৃঢ় করে। আমি মধ্যপ্রদেশের দুটি বড় প্রেরণাদায়ক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। এখানে ডিন্দরীর রায়পুরা গ্রামে একটি বড় ঝিল নির্মাণের ফলে ভূ-জলস্তর অনেক বেড়ে গেছে। যার সুবিধা এখানকার গ্রামের মহিলারা পেয়েছেন। ''সারদা আজীবিকা স্বর্নিভর গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত মহিলারা মাছ চাষের মাধ্যমে এক নতুন ব্যবসার সুযোগও পেয়েছেন। এই মহিলারা ফিশ পার্লারও শুরু করেছেন, যেখানে মাছ বিক্রি করার ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ছাতারপুর এলাকার মহিলাদের প্রচেষ্টাও অনেক প্রশংসনীয়। এখানকার খোঁপ গ্রামের একটি বড় ঝিল যখন শুকিয়ে যেতে শুরু করে, তখন ওখানকার মহিলারা একে পুনর্জীবিত করার সংকল্প নেন। ''হরি বাগিয়াঁ স্বর্নিভর গোষ্ঠীর' মহিলারা ঝিল থেকে বিশাল মাত্রায় আবর্জনা নিষ্কাশন করেন, আর সেই আবর্জনা অনুর্বর জমিতে ফ্রুট ফরেস্ট তৈরি করার কাজে লাগান। এই মহিলাদের পরিশ্রমের ফলে ঝিলে শুধুমাত্র জলস্তর বৃদ্ধি পায়নি, ফসলের ফলনও অনেক বেড়ে গেছে। দেশের প্রতিটি কোণে হওয়া জল সংরক্ষণের এইরকম প্রচেষ্টা জলের সংকট থেকে বাঁচার জন্য অনেক কার্যকারী হতে চলেছে।

সিপিএমের সমন্বয়কের দায়িত্বে আপাতত প্রকাশ কারাত

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। সিপিএম-এ পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্বে আপাতত দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতকে দেওয়া হল।

সীতারাম ইয়েচুরির প্রয়াণের ফলে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক পদ শূন্য। এ কে গোপালন ভবন সূত্রে খবর, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে কারাটকে সর্বসম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটবুরোর কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কারাটই এ কে গোপালন ভবন থেকে পলিটবুরোর বাকি সকলের সঙ্গে সমন্বয়ের কাজটি করবেন। অর্থাৎ বকলমে সিপিএমের নিয়ন্ত্রণ ফের চলে গেল কারাট লবির হাতেই।

আগামী বছর এপ্রিল-মে মাসে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস। সেখানেই পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার কথা। পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একজন তিনবারের বেশি অর্থাৎ সর্বাধিক নয় বছর সাধারণ সম্পাদক থাকতে পারেন। আগামী বছর ইয়েচুরির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একবছর আগেই ইয়েচুরির মৃত্যু হওয়ায় দলের কাজ চালাতে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সেই সমস্যা মেটাতেই প্রকাশ কারাটকে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হল।

মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১১৪ তম পর্ব কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে

কুসংস্কার ছড়ানো নিয়ে বাম-কংগ্রেসের ভূমিকায় তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। রক্তের যেমন কোন বিকল্প হয় না, তেমনি আগামীদিনে ভারতীয় জনতা পার্টিরও কোন বিকল্প থাকবে না। ''সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস'' এই দলের অন্যতম লক্ষ্য। সকল অংশের মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করায় ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মূল লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জল সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত দিশায় জনগণের কল্যাণে কাজ করছে রাজ্যের বর্তমান সরকার।

রবিবার ৬ আগরতলা মন্ডলের ২০ নং বুথে আয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতের ১১৪তম পর্ব কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এর পাশাপাশি কুসংস্কার ছড়ানো প্রসঙ্গে সিপিএম ও কংগ্রেসের ভূমিকায় তীব্র নিন্দা করেন ডাঃ সাহা।

এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এমন একটা সময় আসবে যখন বিজেপির কোন বিকল্প থাকবে না। কারণ আমাদের দল সর্বদা মানুষের জন্য এবং উন্নয়নের জন্য কাজ করে। গত ৩৫ বছর ধরে সিপিএম-এর শাসন আমাদের কুসংস্কার দিয়েছে। আর কংগ্রেসও সেটা ছড়িয়ে দিয়েছে। ডাঃ সাহা বলেন, তারা জনগণকে শুধু বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তারা জনগণের সমর্থন হারিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য সংখ্যা এখন প্রায় ৬ লক্ষ। আমরা রাস্তায় নামলে তাদের দেখা মিলবে না। সাম্প্রতিক বন্যার সময় প্রতিটি বিজেপি কর্মী, বিধায়ক এবং মন্ত্রী মানুষকে সাহায্য করার জন্য তাদের পাশে ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পর বিরোধীরা বেরিয়ে এসে আমাদের দোষারোপ করতে শুরু করে। কোভিডের সময়ও তারা একই কাজ করেছিল। এই রাজ্য সিপিএম ও কংগ্রেস জামানায় ব্যাপক সহিংসতা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু আমাদের সরকার সবসময়ই রাজ্যের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন কি বাতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। যা অন্য কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রী করেন না। এটা ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল। আমরা এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। প্রধানমন্ত্রী মোদি দুর্গাপূজা এবং দীপাবলি উপলক্ষে আমাদের সবার জন্য আগাম মঙ্গল কামনা করেছেন। তিনি আমাদের প্রধান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিনির দাম নিয়ে কংগ্রেস জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। দরপত্রে চিনির দাম সামান্য বেড়েছে। কিন্তু না জেনে কংগ্রেস জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে চিনির মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে কংগ্রেসের অভিযোগের এমনটাই জবাব দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন তিনি বলেন, কংগ্রেসের নক্কারজনক রাজনীতি জনগণ বর্জন করেছেন।

তাঁদের জনসর্মথন তলানিতে এসে পড়েছে। কংগ্রেস ভবনে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করাই তাঁদের একমাত্র পুঁজি। বিগত নির্বাচনে দেউলিয়া হয়ে কমিউনিস্টের সাথে আঁতাত করেছেন।

কিন্তু জনগন তাঁদের উচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

আসলে পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়েও সরকারের জনমুখী সিদ্ধান্তগুলো মানতে চাইছেন না। তাঁর কথায়, কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলছেন চিনির দাম বাড়িয়ে জনগনকে টুপি পড়াছে রাজ্য সরকার। আসলে তাঁরা জনগনকে টুপি পড়িয়েছেন। দরপত্রে চিনির দাম বেড়েছে। কারণ, লোকসভা নির্বাচনের কারণে দুইমাস রেশন শপে চিনি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এখন দর পত্রে কারণে চিনির দাম সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে এটা সঠিক কথা। কিন্তু তিনি এবিষয়ে কিছু না জেনের নিজের ব্যক্তব জনসম্মুখে তুলে ধরছেন।

তাই জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছ রাজ্যে আসার বিষয়ে তিনি বলেন, ফরমালিনযুক্ত ইলিশ কিংবা মাছ সংক্রান্ত কোনো বিষয় খাদ্যদপ্তরের এক্তিয়ারের আসে না। এটা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে রয়েছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে শহরে ফোরামের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। ফোরাম ফর প্রোটেকশান অফ মাইনোরিটিজ ইন বাংলাদেশ নামে সদ্য গড়ে ওঠা সংগঠনের ডাকে আজ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে শহরে মৌন মিছিল সংঘটিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চালের প্রভাবে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং তত্ত্বাবধায়ক নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নারকীয় অত্যাচারের ঘটনা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন মন্দির ও ধর্মীয় স্থানে হামলা ভাঙচুর ইত্যাদি ঘটনার প্রতিবাদে ফোরাম ফর প্রোডাকশন অফ মাইনোরিটিস ইন বাংলাদেশ নামে গঠিত সংগঠন প্রতিবাদ বিক্রয় সামিল হয়েছে। সংগঠনের ডাকে রবিবার বেলা ১১ টায় আগরতলা প্লেস ক্লাবের সামনে থেকে রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদে মৌন মিছিল সংগঠিত করা হয়। মৌন মিছিলে সাংবাদিকরা ছাড়াও বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ধর্মীয় সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ শামিল হন। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে প্রেস ক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়। তো দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মৌন মিছিলের সূচনা হয়। এদিন মিছিল শুরুর আগে ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক সুবল কুমার দে, প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক প্রণব সরকার সহ অন্যান্যরা। মৌন মিছিল শেষে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বলপূর্বক চাঁদা আদায় করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ঃ জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে পূজা উদ্যোক্তা সহ সর্বস্তরের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা আহ্বান করেছে প্রশাসন।

রবিবার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের অবগত করেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার এবং পশ্চিম জেলার জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার।

এদিন তিনি বলেন, দুর্গাপূজা রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের এক মিলন মেলার উৎসব।

এটি মূলত হিন্দু বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব হলেও হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সহ সকল ধর্ম বর্ণের মানুষজন এই উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেন।

তাঁর কথায়, উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সব অংশের মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা শুরু হয়ে গেছে।

বাজারে বিশেষ করে কাপড় প্রসাধন সামগ্রী জুতা সহ অন্যান্য দোকানগুলিতে ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড় পরিণত হচ্ছে। ক্লাব ও পূজা উদ্যোক্তাদের পূজার প্রস্তুতি ও প্রায় চূড়ান্তের দিকে। রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের তরফ থেকে কারোর কাছ থেকে বলপূর্বক চাঁদা আদায় করলে কঠোর নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, তদুপরি সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করে আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে কয়েকটি ক্ষেত্রে জোর করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ মিলেছে।

জেলা প্রশাসন ও আরক্ষা প্রশাসন এসব বিষয়ে পুনরায় পূজা উদ্যোক্তাদের চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দিয়েছে।

নির্দেশিকা অমান্য করলে পূজা বন্ধ করে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি পূজা মৌরসুমে যাতে দোকানপাটে ক্রেতা বিক্রেতাদের কোন ধরনের ব্যাঘাত না ঘটে সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলিকে তাদের কর্মসূচি জনবহুল বিশেষ করে ব্যবসায়িক এলাকার পাশাপাশি না করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

মহিলাকে গাছে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। রহস্যজনক ভাবে এক মহিলাকে গাছে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনা চম্পকনগরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ পরিবারের সদস্যেদের আটক করেছে।

শনিবার গভীর রাতে রহস্যজনক ভাবে চম্পকনগর এলাকায় ৫৫ বছরের এক মহিলাকে গাছে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।মৃত মহিলার নাম মিনতি দেবনাথ।ঘটনার তদন্তে নেমে পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাতেই আটক করা হয় বলে জানান চম্পকনগর থানার ওসি সঞ্জয় দেববর্মা। গোটা ঘটনায় পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা রহস্যজনক। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

এই বিষয়ে চম্পকনগর থানার ওসি সঞ্জয় দেববর্মা আরো জানান ,ঘটনাটি তিনি নিজে দেখছেন।বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত করছে পুলিশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদীচী ক্লাবের পূজার অনুমতি বাতিল করল জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। আগরতলা শিবনগর এলাকার উদীচী ক্লাবকে পূজা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন জানান পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে।

প্রসঙ্গত, অবশেষে কড়া পদক্ষেপ নিল আরক্ষা প্রশাসন।

পুজোর মুখে রাজধানীর উদীচি ক্লাবের পুজোর প্রশাসনিক অনুমতি বাতিল করল জেলা প্রশাসন।

বার্তা দেওয়া হল চাঁদা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আরক্ষা প্রশাসন জিরো টলারেন্স পদক্ষেপ নিয়েও।

রবিবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে।

ডিজের যুগেও ঢাকের চাহিদা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকদিন। দেবী দশভূজা''র আরাধনার প্রস্তুতি চলেছে দ্রুত গতিতেই। দেবী দুর্গার আরাধনা মানেই ঢাক। আর ঢাক ছাড়া যেন দুর্গাপূজা ফিকে।দুর্গাপূজার আয়োজন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্মীয় আয়োজনেও ব্যাপকভাবে আধুনিকতার সংযোজন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবকিছু বদলালেও বদলাইনি ঢাকের কদর। একটা সময় দুর্গাপূজার আয়োজন থেকে শুরু করে ধর্মীয় বিভিন্ন আয়োজনে ঢাক ছিল অত্যন্ত আবশ্যক। বর্তমানেও ঠিক তাই।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে সাথে তেলিয়ামূড়ার একটা বিরাট অংশের মানুষ এই ঢাক বাজিয়ে নিজেদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন সেই অনাদিকাল থেকেই। কালক্রমে এই শিল্পের পরিসরও অনেকটাই বৃদ্ধি ঘটেছে। সামনেই দুর্গাপূজা।আর সে কারণেই মূলত ঢাকি''র খোঁজে বেরিয়ে আমাদের প্রতিবেদকের গন্তব্য ছিল তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের সুকান্ত পল্লী এলাকায়। এই এলাকার বাসিন্দা তথা পেশায় ঢাকি বলরাম ঋষিদাস। বাপ ঠাকুরদার কাছ থেকে এই ঢাক বাজানো শিখে বিগত ৩০ থেকে ৪০ বছর যাবত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ঢাক বাজিয়ে নিজের জীবন জীবিকা অতিবাহিত করে আসছে। কথা প্রসঙ্গে ঢাকি বললাম ঋষি দাস দাবি করেছেন,, এবছর অন্যান্য বছরের থেকে বেশ ভালো ঢাকের চাহিদা রয়েছে। অর্ডারও এসেছে বেশ ভালই। তাছাড়া তিনি কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই শিল্প থেকে অনেকটাই বিমুখ হয়ে পড়ছে। পড়াশোনার পাশাপাশি এই শিল্পকে নিয়ে বর্তমান যুগের ছেলে মেয়েরা তেমনভাবে আগ্রহী হতে নারাজ।

জাগরণ আগরতলা৩০ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
১৩ আশ্বিন,সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তানকে কড়া জবাব

কূটনৈতিক স্তরে পাকিস্তানকে কোনঠাসা করিতে ভারতের প্রয়াস জারি রহিয়াছে। বিশ্ব দরবারে যাহাতে পাকিস্তান মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে না পারে সেই লক্ষ্যেই অগ্রসর হইতেছে ভারত। রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফকে তুলোধনা করিলেন ভারতীয় কূটনীতিক ভাবিকা মঙ্গলানন্দন। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বিতর্কপর্ব চলাকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর জম্মু-কাশ্মীর নিয়া মন্তব্যের জেরে তাহাকে এক হাত নেন ভাবিকা। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে। ভারতও এই জঙ্গি হামলার সম্মুখীন হইতেছে । এই অবস্থায় ভারত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। পাকিস্তানকে ''জঙ্গিপ্রবণ, কালো টাকা ও মাদক পাচারের স্বর্গরাজ্য'' বলিয়াও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি ভাবিকা মঙ্গলানন্দন। রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফকে তুলোধনা করিলেন ভারতীয় কূটনীতিক ভাবিকা মঙ্গলানন্দন। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বিতর্কপর্ব চলাকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর জম্মু-কাশ্মীর নিয়া মন্তব্যের জেরে তাহাকে এক হাত নেন ভাবিকা। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়িয়া জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে। ভারতও এই জঙ্গি হামলার সম্মুখীন হইতেছে। এই অবস্থায় ভারত চুপ করে বসিয়া থাকিবে না। পাকিস্তানকে 'জঙ্গিপ্রবণ, কালো টাকা ও মাদক পাচারের স্বর্গরাজ্য' বলিয়াও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি ভাবিকা মঙ্গলানন্দন। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার বৈঠকে তাহার বক্তৃতায় কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। পাক প্রধানমন্ত্রী তাহার ২০ মিনিটের বক্তৃতায় কাশ্মীরের পরিস্থিতিকে প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভারতকে ৩৭০ ধারা ফিরাইয়া আনিতে হইবে।কাশ্মীর নিয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনা করিতে হইবে। শেহবাজ শরিফ বলেন, 'কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের দেওয়া পারস্পরিক আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ভারত।

পাক প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন ভাবিকা।তাঁহার কড়া জবাব, 'দুঃখজনক যে, এদিন সকালে সাধারণ সভা একটা উপহাসের সাক্ষী থাকিল। একটা দেশ যা সামরিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, যে দেশ বিশ্বে তাহার জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য, মাদকদ্রব্য পাচার, আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য বিখ্যাত। সেই দেশটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রকে আক্রমণের ঔদ্ধত্য দেখায়।' তিনি বলেন, পাকিস্তান এমন একটি দেশ যাহারা ওসামা বিন লাদেনের মতো ত্রাস সৃষ্টিকারী জঙ্গিনেতাকে আশ্রয় দিয়াছে। ভাবিকা তাহার বক্তৃতায় ২০০১ সালে সংসদে হামলার কথা বলেন। ২০০৮ সালে মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। ভাবিকা বলেন, 'দীর্ঘ দিন ধরে পাকিস্তান প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে হাতিয়ার করিয়াছে। তাহারা আমাদের সংসদে হামলা চালাইয়াছে, বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে আক্রমণ করিয়াছে, এমনকী তীর্থস্থানের যাত্রপথগুলিও বাদ যায়নি। এই তালিকা অনেক দীর্ঘ। এরকম একটা দেশ যখন হিংসা নিয়া কথা বলে, তখন সেটা ভণ্ডামি ছাড়া কী হইতে পারে !'

ভারত জানায়, ভারতের বিরুদ্ধে সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হইলে তাহার উত্তর পাকিস্তানকে পাইতেই হইবে। তিনি বলেন, 'এটা হাস্যকর যে, ১৯৭১ সালে এই দেশটাই গণহত্যার মতো অপরাধ করিয়াছে। এমনকী, এখনও ওই দেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্মম অত্যাচার চলে। তাহারা অসহিষ্ণুতা নিয়া কথা বলিবার সাহস পায় কোথা থেকে ?'

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় উপস্থিত আন্তর্জাতিক দেশগুলির উপস্থিতিতে এই ভাষাতেই পাকিস্তানকে জবাব দেন ভাবিকা। তিনি বলেন, 'বিশ্বজুড়িয়া কত সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় পাকিস্তানে ছাপ রহিয়াছে। সত্যি এটাই যে, পাকিস্তান আমাদের এলাকা দখল করিয়া রহিয়াছে। জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচনে ঝামেলা সৃষ্টির জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। জম্মু-কাশ্মীর অখণ্ড ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিষয়টি কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কিছু প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল।কিন্তু সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোনও আপোস নয়। পারদ তাহার স্পষ্ট অবস্থান জানাইয়া দিয়াছে।

দ্বারকায় জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, মৃত ৭, আহত একাধিক

দ্বারকা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শনিবার মাঝরাতে দ্বারকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ৭ জনের। আহত একাধিক।

জানা গিয়েছে, শনিবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের দ্বারকা-খামবালিয়া জাতীয় সড়কে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তাঁদের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার মাঝরাতে দ্বারকা-খামবালিয়া জাতীয় সড়কে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়েই পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা পৌঁছয়। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। ঘটনাস্থলেই ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ছেলে উদয়নিধিকে উপমুখ্যমন্ত্রী করলেন স্ট্যালিন, রবিবার শপথগ্রহণ

চেন্নাই, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন তাঁর পুত্র উদয়নিধিকে রাজ্যের নতুন উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করেছেন। সঙ্গে মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ গোভি চেজিয়ান, আর রাজেন্দ্রন ও এস এম নাসারকে নিয়ে আসা হচ্ছে। নতুন মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে চেন্নাইয়ের রাজভবনে রবিবার বিকেল সাড়ে ৩টায়।

ডিএমকে সরকার ক্ষমতায় আসার তিন বছর পর মন্ত্রিসভায় বড় ধরনের রদবদল করা হয়েছে। উদয়নিধি স্ট্যালিনকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা নিয়ে বহুদিন ধরেই আলোচনা চলছিল রাজ্যে। তবে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে সবচেয়ে চমকপ্রদ নাম সেন্থিল বালাজির। ২৬ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট সেন্থিল বালাজিকে জামিন দিয়েছে। বছরখানেক আগে তাকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এখন তিনি আবার তামিলনাড়ু সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হবেন।

১০ বছর পূর্ণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠানের

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান ''মন কি বাত''-এর ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বলেছেন যে শ্রোতারাই এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক। তিনি শত শত চিঠি ও পরামর্শের জন্য জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

'মন কি বাত'-এর ১১৪তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আমাদের যাত্রা ১০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ৩ অক্টোবর বিজয়াদশমীর দিন এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই বছর ৩ অক্টোবর যখন ''মন কি বাত'' ১০ বছর পূর্ণ করবে, সেদিন নবরাত্রির প্রথম দিন।

তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে উত্থাপিত বিষয়গুলো নিয়ে গণমাধ্যমও প্রচার শুরু করেছে। এজন্য তিনি রেডিও, টেলিভিশন, ইউটিউব ও প্রিন্ট মিডিয়াকে ধন্যবাদ জানান। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন দেশে কত প্রতিভাবান মানুষ আছেন, যাঁরা নিঃস্বার্থ সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।

দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জীবনে কলকাতা ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

ড. বিমলকুমার শীট

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি, তারপর রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেন। কিন্তু তাঁর সমধিক পরিচয় একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তাঁকে একজন উচ্চমানের শিক্ষাবিদ হিসাবে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রায় সারাটা জীবন তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। জীবনে তিনি দুটি জিনিসকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন, তাহল শিক্ষকতা এবং ভারতের হিন্দু দর্শনকে দেশে বিদেশে আরও বেশি করে আলোকিত করা। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের কলকাতার সঙ্গে যোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাধাকৃষ্ণানের এম এ পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অধ্যাপক হগ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণানের অধ্যাপনার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের সরল এবং হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যাতা হিসাবে পণ্ডিত সমাজের অভিনন্দন লাভ করেন। ১৯১৬- ১৭ সালে তিনি পূর্ণ মর্যাদায় অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনায় রত ছিলেন। ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের বড়ো ভাই সতীশচন্দ্র মজুমদার সর্বভারতীয় সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সেই সময় মহীশুরে কার্য্যোপলক্ষে বাস করছিলেন। তখন রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে সতীশচন্দ্র মজুমদারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। রাধাকৃষ্ণানের মণীষা এবং বিচারবুদ্ধি সতীশচন্দ্রকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে এবং তিনি তাঁর ভাই রমেশচন্দ্রকে একটি চিঠিতে জানান যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শীঘ্রই অবসর নেবেন, সেই শূন্যপদে যদি রাধাকৃষ্ণানকে নিয়োগ করা হয়, তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সব দিক দিয়ে সেছেন, তাহল শিক্ষকতা এবং ভারতের হিন্দু দর্শনকে দেশে বিদেশে আরও বেশি করে আলোকিত করা। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের কলকাতার সঙ্গে যোগ লাভবান হবেন। এই প্রস্তাব যদি তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পেশ করা যায় তাহলে তিনি বিবেচনা করবেন। এ ব্যাপারে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারকে তৎপর হতে বলে চিঠি লেখেন। স্যাডলার কমিশনের কাজ উপলক্ষে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে সেই সময় মহীশূরে যেতে হয়। তিনি রাধাকৃষ্ণানকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেন। রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় স্যার আশুতোষ মুগ্ধ হন এবং তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। সেই সময় এই পদের নামটি ছিল 'কিং জর্জ দি ফিফথ প্রফেসর অব মেন্টাল অ্যান্ড মরাল সায়েন্স'। রাধাকৃষ্ণান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম প্রফেসর পদে ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর আগে ১৯১২ সালে তাঁর রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে। "গীতাঞ্জলী" এবং "সাধনা" নামক পুস্তক দুখানি রাধাকৃষ্ণানের মনে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ১৯১৭ সালে The Quest পত্রিকার এপ্রিল ও জুলাই সংখ্যায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ প্রবন্ধ দুটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে রাধাকৃষ্ণানকে চিঠি দিয়েছিলেন। পরে প্রবন্ধগুলি সংকলন করে Philosophy of Rabindranath Tagore নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশের আগে এর একটি ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ এর প্রত্যুত্তরে একটি চিঠি রাধাকৃষ্ণনকে পাঠিয়ে দেন। পরে লন্ডনের এক বিখ্যাত প্রকাশক সংস্থার সম্পাদক অধ্যাপক J. H. Murihead ভারতীয় দর্শনের একখানি সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনার জন্যে তিনি রাধাকৃষ্ণানকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফল স্বরূপ রাধাকৃষ্ণানের বিখ্যাত গ্রন্থ Indian Philosophy প্রথম খন্ড ১৯২৩ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণানের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে রাধাকৃষ্ণান ভারতে দর্শনের ছাত্র ও অধ্যাপক মণ্ডলীর পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের সুবিধার্থে বৎসরে অন্তত একবার মিলিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৯২৫ সালে 'ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস' (Indian Philosophical Congress) নামে বিখ্যাত সংস্থাটি গঠন করেন এবং ঐ সংস্থার কার্যকরী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

আর ঐ বছরেই ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের প্রথম সাধারণ সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করলেও শেষে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রাধাকৃষ্ণান কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করেন। ভারতের বিশিষ্ট দার্শনিক ড. সরোজকুমার দাসও তখন রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে ছিলেন। কবিগুরুর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণানের কথোপকথোনের একটি বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য অংশ হল এই যে ড. রাধকৃষ্ণান রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন যে একাডেমিক বা শিক্ষায়তনের স্তরে সতত সৃজনশীল ভারতীয় দর্শন চিন্তার অগ্রগতি এক সময় হঠাৎ কেন স্তব্ধ হয়ে গেল, সে সম্বন্ধে কবিগুরু কিছু চিন্তা করেছেন কিনা। উত্তরে কবিগুরু বলেছিলেন অধ্যাপক মশাই ঠিকই ধরেছেন এটা সত্যিই চিন্তার ব্যাপার। তবে আমার মনে হয় আমাদের জাতির দার্শনিক প্রতিভার বিকাশ ধারা বাঁধাধরা রাস্তায় প্রকাশ না পেলেও কখনও গতিহারা হয়নি অথবা তাঁর জীবনী শক্তিও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কবিগুরুর এই উত্তরে রাধাকৃষ্ণান বলেছিলেন "আপনার মতে দার্শনিক চিন্তার জীবন প্রবাহ বাঁধাধরা রাস্তায় না গিয়ে হঠাৎ বিভিন্ন খাতে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই তো?" রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল ভারতের সৃজনশীল চিন্তাধারা উচ্চতর স্তরে তাঁর প্রকাশ ও অগ্রগতি রুদ্ধ করে দিয়ে একরূপ অপ্রকাশিত ভাবেই চোয়ানো জলের মতো জনতার মনোভূমিতে ঝরে পড়েছে এবং তাঁকে উর্বর করে নিয়ে নিজের কাজ করে চলেছে। জানিনা আপনি কবীর, দাদু এবং বাংলার মধ্যযুগের বাউল বা আদি ভবঘুরে কবিদের ভক্তিমূলক গীতিকবিতার মধ্যে দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষুদ্র অংশগুলি লক্ষ্য করেছেন কিনা। রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত চিন্তাধারাই রূপ নিয়েছিল ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের প্রথম সাধারণ সভার অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণে। তাঁর এই ভাষণ টি Philosophy of our people ১৯২৬ সালে জানুয়ারি মাসে মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ মাসের বিশ্বভারতীর ত্রৈমাসিক পত্রিকাতেও সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হয়েছিল। ১৯২৬ সালে জুন মাসে লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কংগ্রেসে এবং সেপ্টেম্বরে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "আন্তজাতিক দর্শন কংগ্রেসে" যোগদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাধাকৃষ্ণানকেই প্রতিনিধি মনোনীত করেন। এই সূত্রেই তিনি প্রথমবার ইংল্যান্ড ও আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ পান। ১৯৩১ সালে ২৬ ডিসেম্বর কলকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধনা উৎসব পালিত হয়। সে সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করে রাধাকৃষ্ণান কবিগুরুকে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পরে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাধাকৃষ্ণান দর্শনের অধ্যাপক পদে ছিলেন। এই সময় (১৯৩৮) অমিয়কুমার মজুমদার ছিলেন তাঁর ছাত্র। তিনি লিখেছেন 'তিনি যেদিন প্রথম আমাদের ক্লাসে পড়াতে আসেন, সেদিনের কথা আজও বহুকালের ব্যবধানে আমার স্পষ্ট মনে আছে। পরনে শুভ্র রেশমের গলাবন্ধ লম্বা কোট আর ধুতি, মাথায় শুভ্র পাগড়ি, দুটি উজ্জ্বল সন্ধানী চোখ, অসামান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এই মানুষটি সান্নিধ্যে এসে আমরা সকল ছাত্র-ছাত্রী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। যখন তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন তখন আর এক বিস্ময়। পাঠদান শেষে তিনি যখন ক্লাস ছেড়ে চলে যেতেন, তখন আমাদের মনে একটি কথাই বারবার বাজত, শেষ হয়ে হইল না শেষ। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডিয়ান ফিলসফিকাল কংগ্রেসের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে মূল সভাপতি হিসাবে রাধাকৃষ্ণানের নাম নির্ধারণ করা হয়। সেই সময় তিনি মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে নামলে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনতে সভ্যরা গেলে তাঁদের তিনি প্রশ্ন করে জেনে ছিলেন সিনেট হাউসে সভা হবে। তাই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, দর্শনশাস্ত্রের দুরূহতত্ত্ব শুনতে কত আর লোক আসবে? প্রকৃতপক্ষে শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা এত বেশি ছিল যে সেনেট হাউসে স্থান সঙ্কুলান হয়নি। লাউডস্পীকার লাগিয়ে বহু লোকের শোনাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। বিদেশের বহু দার্শনিক এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন ইউইং, নরঘ্রপ, কংগের, শিলপ, রেগামি চার্লস মুর প্রমুখ। এক কথায় কলকাতা রাধাকৃষ্ণানের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিকার করে আছে। এই শহরেই বিশ্বকবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি রচনা করেন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, গড়ে তোলেন ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি বিদেশে পাড়ি দেন। প্রতিভাধর রাধাকৃষ্ণানের কর্ম উপলক্ষে ভারতের যে কোনো শহরে বসবাস তাঁর জীবনে নতুন কিছু ঘটতে পারত। কিন্তু কলকাতায় তাঁর আগমন এবং বিশ্বকবির সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

স্বাস্থ্য সমীক্ষাই বলে দিচ্ছে দেশের আয় বাড়লেই নাগরিকের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে না

বিশেষ প্রতিবেদন।। সমীক্ষাটা হয়েছে ছোঁয়াচে নয় এমন রোগ নিয়ে। ইংরাজিতে বলে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বা এনসিডি। আর এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামেই নয়, বিশ্ব জুড়ে নীতি নির্ধারক ও স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে আজ এই এনসিডি মহামারি হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এর থেকে মৃত্যুর সংখ্যাতেও ভারত অন্যান্য দেশের থেকে রয়েছে এগিয়ে।সমস্যা হল জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে ভারত বিশ্বের প্রথম পাঁচটির মধ্যে জায়গা করে নিলেও, মাথাপিছু আয়ের অঙ্কে ভারত এখনও নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশগুলির একটি। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষাগুলি বলছে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া এই মহামারির পিছনে রয়েছে সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষা নিয়ে বাড়তে থাকা উৎকণ্ঠা। এক কথায় এনসিডি মহামারিকে বাড়তে থাকা আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সূচক হিসাবেও ধরতে চাইছেন অনেকেই। যে সমীক্ষা নিয়ে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন, সেটি করেছিল ভারতের অন্যতম চিকিৎসা গবেষণা সংক্রান্ত শীর্ষ কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ বা আইসিএমআর। কোভিড-উত্তর সময়ে এই সংস্থাটির নাম আর আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু এ নিয়ে আগেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিল। এবং হাতে হাত রেখে এর মোকাবিলার জন্য টেকসই উন্নয়ন বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের অংশ হিসাবে এই লড়াইকেও অংশীদার করে নেওয়া হয়েছে, যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে এই সমস্যার প্রতিবিধান করা যায়।

আর একটু এগোনোর আগে দেখে নেওয়া যাক কেন এত দুশ্চিন্তা। সমীক্ষা বলছে, এনসিডি গোটা বিশ্বে প্রতি বছর চার কোটি ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। বিশ্ব জুড়ে প্রতি ১০টি মৃত্যুর মধ্যে সাতটি মৃত্যুর কারণ এনসিডি। আরও ভয়ানক হল এই চার কোটি ১০ লক্ষের মধ্যে এক কোটি ৫০ লক্ষের হয় অকালমৃত্যু।

আর এই সংখ্যায় আমাদের অবদান? এই রোগের কারণে অকালমৃত্যুর ৮৫ শতাংশই হয় ভারতের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলিতে! ভারতের ক্ষেত্রে অঙ্কটা দাঁড়ায় এই রকম। প্রতি বছর আমাদের দেশে ৫০ লক্ষ ৮৭ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী যে রোগগুলি তার সবকটিই এনসিডি। এই সংখ্যাটি কত মারাত্মক তা বুঝতে শুধু গড় মৃত্যুর সংখ্যায় চোখ রাখাই যথেষ্ট। ভারতে প্রতি বছর মারা যান ৮০ লক্ষের কিছু বেশি মানুষ। আর তার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই হলেন এনসিডি-র বলি। ফেরা যাক আইসিএমআর সমীক্ষায়। এই সমীক্ষা বলছে ভারতে ডায়াবিটিস আক্রান্তের সংখ্যা জনসংখ্যার ১১.৪ শতাংশ, প্রিডায়াবিটিসে ১৫.৩ শতাংশ, রক্তচাপে ৩৫.৫ শতাংশ, কোলেস্টরলে ৮১.২ শতাংশ। মাথায় রাখতে হবে দুশ্চিন্তা এবং অন্যান্য মানসিক চাপও এই রোগের তালিকায় একটা বড় জায়গায় আছে। আর এই দুশ্চিন্তার কারণেই কিন্তু উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা থেকে ডায়াবিটিস সবই নাকি হতে পারে। আর গল্পের শুরু এইখানেই। সরকারি সংস্থার এই সমীক্ষা বলছে ভারতের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এই সমস্যার কারণে হৃদরোগের শিকার অথবা যকৃত লিভার বা কিডনির সমস্যার শিকার হচ্ছে। এই সংখ্যাটা বাড়ছে। মাথায় রাখতে হবে শহরের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে উৎকণ্ঠা গ্রামের মানুষের থেকে অনেক বেশি বলেই ধারণা ছিল সবার, এবং সেই কারণেই এই সমস্যাকে শহুরে জীবনের উৎপাত বলে মনে করা হত। কিন্তু এই সমীক্ষা বলছে জীবন নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়ছে গ্রামাঞ্চলেও। এবং এই সমীক্ষা বলছে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এই মুহূর্তে ঢেলে নতুন করে না সাজালে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হবে সাংঘাতিক। ভারতের বড় অংশ একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের শিকার। তাই এখন শুরু হয়েছে এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগের অনুসন্ধান।

অনেকেই বলবেন, আসলে এই রোগের ব্যাপ্তি প্রমাণ করে ভারতের বৈভব বাড়ছে আর তার ফল ভোগ করছেন সাধারণ মানুষেরা আর তাই এই এনসিডি-র উৎপাতও বাড়ছে। কারণ, বৈভব বাড়লে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কমে যায় বলেই এটা হয়। এত দিন এ নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি। সম্প্রতি শুরু হওয়া কয়েকটি সমীক্ষার প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু আর্থ-সামাজিক বিভেদই। অর্থাত সাধারণ অনুমান আর বাস্তবের মধ্যে একটা ফারাক এই সমীক্ষাগুলোতে উঠে আসছে। লানসেটে প্রকাশিত অন্যান্য গবেষণাপত্র, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক-সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলি বিশেষ করে ভারতেও বাড়তে থাকা বৈষম্যের দিকে। জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন জীবনযাত্রার সমস্যায় এই সব রোগ বেশি হত তখন তা ছিল বিত্তের উৎপাত। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে দেখা যাচ্ছে বিত্তের সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতার সংযোগ বাড়ছে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে খরচ, তা করতে বিত্তবানেরা সক্ষম। এবং নতুন যুগে তাঁরা তা করছেনও। উল্টো দিকে সমস্যাটা খুব জটিল। এক দিকে হল পুষ্টিকর খাদ্যের উপর অধিকারের অভাব। আর্থিক কারণে বৈষম্যের বৃহত্তর মেরুতে যাঁদের অবস্থান, তাঁদের পক্ষে যে ধরনের খাবার খেলে এই রোগের হাত থেকে বাঁচা যায় তা তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। পাশাপাশি, অপুষ্টিকর কিন্তু রসনা তৃপ্ত করে এমন খাবারের প্রতি বাড়তে থাকা টান। কিন্তু এটা একটা ত্রিভুজের মতো। যাঁরা আর্থিক ভাবে বলবান এবং ত্রিভুজের শীর্ষে তাঁদের জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্যরক্ষা একটা বড় অংশ। মধ্যে যাঁরা, তাঁরা একদম তলায় যাঁরা আছেন তাঁদের থেকে তুলনায় ভাল কিন্তু এত ভাল নয় যে জীবনযাত্রার নানান সমস্যা থেকে মুক্ত। এঁদের মধ্যে আর্থিক উন্নতি করার উচ্চাশা এবং তা পূরণ করার অক্ষমতা মানসিক অবসাদ তৈরি করছে। আর তার থেকে তৈরি হচ্ছে নানান ছোঁয়াচে নয় এমন রোগ। আর এই আবর্ত প্রস্থে বেড়ে গ্রামীণ সমাজকেও গ্রাস করতে শুরু করেছে। এই রোগের আরও বড় সমস্যা হল তার চিকিৎসার খরচ। মাথায় রাখতে হবে যে কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন ভারতের ৮১ শতাংশ মানুষ। তার দোসর হল উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করা। এদের সামলাতে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন। ভারতে চিকিতার খরচ বাড়ছে বছরে ১৪ শতাংশ হারে। অর্থাৎ বৈষম্যের বিস্তৃত মেরুতে যাঁদের বাস তাঁদের কিন্তু ওষুধ বাবদ খরচের বহর বাড়ছে আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি হারে। আর এর থেকেও বাড়ছে আর্থিক বৈষম্য।

একটা যুক্তি এখন মাথাচাড়া দিচ্ছে। আর তা হল আগে দেশ বড়লোক হোক তার পর না হয় কল্যাণকামী হওয়া যাবে! কিন্তু সমীক্ষা বলছে স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রতি এক টাকা খরচে দেশের লাভ সাত টাকা! অথচ ব্রাজিল যখন তার জাতীয় উতাদনের ৮.৪ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে, ভারতে সেই অনুপাত মাত্র ৪.২ শতাংশ! বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু খুব পরিষ্কার করে বলছে যে এই মুহূর্তে দারিদ্র্যই এনসিডি মহামারির মূল কারণ। এবং তা তৈরি করছে একটা দারিদ্র্য বাড়ানোর দুষ্ট চক্র। আইসিএমআর-ও তার সমীক্ষায় বলেছে এর আশু সমাধানের পথ খুঁজে বার না করতে পারলে দেশের ভয়ানক বিপদ। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বাড়ছে আর তা নানান ভাবে গ্রাস করছে আমাদের সমাজকে। যার মধ্যে এনসিডি একটি। একে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের প্রমাণ হিসাবে নেব, না বৈষম্য দূর করে তার সমাধান করব সেটা কিন্তু উন্নয়নের নীতির প্রশ্ন। এর উত্তর নিয়ে যত দিন বিরোধ থাকবে তত দিন এই বৈষম্য চলবেই। বর্ধিত হারেই। আর এর বলি হবে সাধারণ মানুষই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে দরজায় কড়া নাড়ছে শারদীয় দুর্গাপূজা, চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। দুর্গাপূজার বাকি আর মাত্র কয়েক দিন। বছর ঘুরে শুরু হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের পূজা মণ্ডপগুলোতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। বেশিরভাগ জায়গায় প্রতিমা গড়া শেষ, চলছে রঙের কাজ। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ঘিরে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছে কারিগররা। একনিষ্ঠ চিত্তে নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় মাটি লাগানোর কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা। শহর এবং গ্রামীণ জনপদের দুর্গাপূজা মন্ডপ ও মন্দিরগুলোতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেউ কাদা তৈরি করছেন, কেউ আবার কাদা দিয়ে হাত-পা বানাচ্ছেন। দেবী দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষী, গণেশ, কার্তিকসহ নানা ধরনের প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন কারিগরেরা। ঢাকার মন্দিরগুলো এখন পুরোদমে প্রতিমার গায়ে রং তুলি দিয়ে রং লাগানো হচ্ছে।তবে দ্রব্যমূল্যের সাথে তাল মিলিয়ে রং, তুলি ও সাজসজ্জার দাম বেশি হওয়ায় এবং প্রতিমা তৈরির মজুরি কম পাওয়ায় কিছুটা অসন্তোষ রয়েছে শিল্পীদের।

এবার বাংলাদেশজুড়ে ৩২ হাজার ৬৬৬ মণ্ডপে দুর্গাপূজা উদযাপন হবে। এ ছাড়া ঢাকার দুই সিটিতে ২০৫টি মণ্ডপে পূজা উদযাপন হবে। পূজা উপলক্ষে বাংলাদেশজুড়ে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা কঠোর থাকবে। আগামী ৯ অক্টোবর ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়েশুরুহবে এবারেরশারদীয়দুর্গোৎসব। এবছর১২ অক্টোবরনবমী ও একইদিনে বিজয়া দশমী অনুষ্ঠিত হবে। হিন্দু ধর্মালম্বীরা বলছেন এবার দেবী দুর্গা আসছেন দোলায়চড়েফিরবেন ঘটেকরে।

“হাসিনার দোষেই হাসিনার এই পরিণতি”, কটাক্ষ তসলিমা নাসরিনের

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দোষেই তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হলো বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। দাবি করেছেন, “আর মার খাচ্ছে হিন্দুরা, যেহেতু ভাবা হয় তারা আওয়ামী লীগের সমর্থক।” রবিবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করেন।

তসলিমা লিখেছেন, “হাসিনার দোষেই হাসিনার এই পরিণতি। দলের হোমড়াচোমড়াদের অবাধে দেশের সম্পদ লুঠ করতে দিয়েছেন। আত্মীয়স্বজনকে দিয়েছেন যত ইচ্ছে চুরি করতে। তাঁর আদর পাওয়া এক একটা পাতি সাংবাদিকও শত কোটি টাকার মালিক বনে গেছে। মোল্লা তোষণের রাজনীতি করে দেশের সর্বনাশ করেছেন।

নারীবিদ্বেষী হিন্দুবিদ্বেষী বদমাশ ধর্মব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা দিয়েছেন ওয়াজ করে করে মানুষের মগজ ধোলাই করার। কচুরিপানার মতো গড়ে তুলেছেন মসজিদ মাদ্রাসা। জামাত শিবিরকে দলে টেনেছেন। বিএনপি জিতে যাবে এই ভয়ে নির্বাচন দেননি, গণতন্ত্রের বারোটা বাজিয়েছেন।

হাসিনার দোষেই দেশের এই করুণ পরিণতি। নিজের আর ক্ষতি কত করেছেন, দেশের ক্ষতি করেছেন সবচেয়ে বেশি।

তাঁর অতি চালাকি বা নির্বুদ্ধিতা বা কেয়ারলেসনেসের জন্য আজ দেশ দখল করেছে জামাত শিবির আর হিজবুত তাহরীর সহ সব রকম জিহাদি দল।

সচিবালয় থেকে শুরু করে সমস্ত সরকারি অফিস আদালতে, সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, এমনকী পুলিশ বাহিনীতেও অবৈধভাবে কোনও রকম বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ ছাড়াই জামাত শিবিরের লোক ঢোকানো হয়ে গেছে, সেনাবাহিনীতেও জামাত গিজগিজ করছে। এরা হাসিনা যতটা ধ্বংস করেছেন দেশ, তার চেয়েও লক্ষগুণ বেশি করবে। অলরেডি তার আলামত পাওয়া গেছে।

হাসিনার দলের কারা মার খাচ্ছে এখন? কারা জামাত শিবিরের রোষের শিকার হচ্ছে? যারা দেশের সম্পদ লুঠ করেনি, যাদের কোনও সুযোগ সুবিধে জোটেনি, যারা সত্যিকারের আত্মত্যাগী সদস্য। কারও জন্য কি হাসিনার এত টুকু মায়া হয়, হয়েছিল কখনও? একেবারেই না। মসজিদ মাদ্রাসা বানিয়ে মোল্লাতুষ্টিতে ব্যস্ত ছিলেন। পেয়ারের লোকদের লুটপাটের সুযোগ দেওয়ায় ব্যস্ত ছিলেন, প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করায় ব্যস্ত ছিলেন, মিডিয়াকে কব্জা করা, মুক্তচিন্তকদের নির্মূল করায় ব্যস্ত ছিলেন।”

জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির হুঁশিয়ারিকে তোপ কুণালের

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সোমবার আর জি কর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সদার্থক না হলে ফের কাজ বন্ধ করবেন তাঁরা। জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতির 'হুমকি' নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা মিডিয়া কমিটির সদস্য কুণাল ঘোষ।

কুণালের প্রশ্ন, 'তদন্তে সিবিআই, মামলা সুপ্রিম কোর্টে। পুজো সামনে। কর্মবিরতির হুমকি। থ্রেট কালচার নয়?'

এই 'অস্থিরতা'র নেপথ্যে কাদের মদত রয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

শনিবার রাতের জিবি বৈঠক শেষে পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের প্রতিনিধিরা জানান, সোমবার সুপ্রিম কোর্টের রায় তাঁদের মনঃপুত না হলে ওই দিন বিকেল পাঁচটা থেকে সমস্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পূর্ণ কর্মবিরতি শুরু করবেন তাঁরা। কার্যত রাজ্য সরকারকে সময়সীমা দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

আর এই 'হুমকি' নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল ঘোষ। ফেসবুক পেজে লিখেছেন, 'আবার কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি। তদন্তে সিবিআই, মামলা সুপ্রিম কোর্টে। পুজো সামনে। কর্মবিরতির হুমকি। থ্রেট কালচার নয়?' তাঁর আরও সংযোজন,'পরিকাঠামো উন্নত হয়েছে, আরও কাজের চেষ্টা চলছে। তবু, আবার কর্মবিরতি? কারা, কেন, কাদের কথায়, কাদের মদতে এই অস্থিরতা চাইছে?'

সাগর দত্ত হাসপাতালে 'গো ব্যাক' শুনলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি চলছে। মঞ্চ বেঁধে হাসপাতাল চত্বরেই ধরনা দিচ্ছেন তাঁরা। রবিবার সেই ধরনা মঞ্চে আচমকাই উপস্থিত হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। হাসপাতালে পা রাখতেই তাঁকে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে শুরু করেন তাঁরা। শেষপর্যন্ত খালি হাতেই ফিরতে হয় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে।

রবিবার ধরনা মঞ্চে অবস্থান বিক্ষোভ করছিলেন হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা। সেই সময় হাসপাতালে আসেন শুভঙ্কর সরকার। সঙ্গে কয়েকজন দলীয় নেতা-কর্মী। কিন্তু তাঁরা হাসপাতালে চত্বরে ঢুকতেই 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে শুরু করেন ডাক্তাররা।

রাজনীতির পর্যবেক্ষকরা বলছেন, চিকিৎসকদের আন্দোলন থেকে রাজনৈতির ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে হাত শিবির। সেই চেষ্টা জল ঢেলে দেন জুনিয়র ডাক্তাররা। আন্দোলনকারীদের তরফে বলা হয়, “যাঁরা এই মঞ্চকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহারের চেষ্টা করছেন, তাঁদের হাতজোর করে অনুরোধ করছি, ফিরে যান।” পাশাপাশি স্লোগানও চলতে থাকে।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে স্বচ্ছ ভারতের বার্তা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১১৪তম পর্বে বলেন যে, আমাদের যাত্রা ১০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এদিন তাঁর বক্তব্যের অনেকটা জুড়ে ছিল স্বচ্ছ ভারত মিশনের বার্তা।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, উত্তরাখণ্ডের উত্তর কাশিতে এক সীমান্তবর্তী গ্রাম ঝালার যুবকেরা নিজেদের গ্রামকে স্বচ্ছ রাখার জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের গ্রামে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে গ্রাম পরিষ্কার করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। গ্রামের রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা সংগ্রহ করে, সেগুলো গ্রামের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দেওয়া হয়। এরফলে ঝালা গ্রাম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকছে এবং গ্রামের মানুষও সচেতন হচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, পুদুচেরী সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে। এইখানে রম্যাজি নামে এক মহিলা মাহে পৌরসভা এবং এর আশেপাশের এলাকার যুবকদের নিয়ে গঠিত একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই দলের যুবকরা তাদের প্রচেষ্টায় মাহে এলাকা এবং বিশেষ করে সেখানকার সমুদ্র উপকূল সম্পূর্ণ পরিষ্কার রাখছে।

তিনি আরও বলেন, ২ অক্টোবর 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' ১০ বছর পূর্ণ করবে। এই অভিযানের সঙ্গে অধিক থেকে অধিকতর মানুষকে জুড়তে হবে বলে আহ্বান জানান তিনি। বলেন, এটি এমন একটি অভিযান যা কোনও এক দিন বা এক বছরের নয়, এটি যুগ-যুগ ধরে নিরন্তর করে যাওয়ার মত একটি কাজ। যতদিন না 'স্বচ্ছতা' আমাদের অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে ততদিন কাজ করে যেতে হবে।

বান্ধবীকে শেষবারের মতো দেখতে চেয়ে নৃশংস ভাবে খুন, সর্বোচ্চ সাজা হবে ঘোষণা

পূর্ব বর্ধমান, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আর জি কর ইস্যুতে রাত দখল অভিযানের দিন গত ১৪ আগস্ট রাতে শক্তিগড়ে এক আদিবাসী তরুণী খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় সড়ক অবরোধ হয়। মহিলা কমিশন আন্দোলনে নামে। রহস্যভেদ করতে নামে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ এবং তৎপরবর্তীতে দক্ষ ও বাছাই করা পুলিশ অফিসারদের নিয়ে 'সিট' অনুসন্ধান কারী দল গঠন করা হয়। প্রথম দফায় আটটি দল এবং তা পরে বাড়িয়ে ২১টি দল গড়ে অভিযানে নামতেই ৯ দিনের মাথায় এরপরে কিনারা হয়। পাঁশকুড়া ভ্রমণ পাড়া থেকে মূল আসামী অজয় টুডু”কে পুলিশ হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে। জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ এ প্রসঙ্গে জানান, সর্বাধিক ও কড়া সাজা হবে। মোবাইলে বান্ধবীকে শেষ বারের মত দেখা করতে চেয়ে গাংপুর এলাকায় ডেকে আনার পর তার উপর সে চড়াও হয় এবং গলা কেটে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যদিও উভয়ের মধ্যেই ছিল প্রেমের সম্পর্ক। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাথমিকভাবে এই তথ্য হাতে নিয়ে বেঙ্গালুরু থেকে শুরু করে ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল সমস্ত জায়গায় হানা দেয় অভিযুক্তের সন্ধানে। সে গা ঢাকা দিয়ে থাকে। এদিকে, চলতে থাকে তল্লাশি অভিযান। রাজ্য পুলিশের তরফেও এক্স হ্যান্ডেলে রবিবার সকালে এক বার্তায় এই সাফল্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

বিধায়ক হুমায়ুনের বিরুদ্ধে আইএমএ-র চিঠি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিল আইএমএ। ডাক্তারদের সংগঠনটির যুগ্ম সম্পাদক রঞ্জন ভট্টাচার্য রবিবার অভিযোগ করেন, মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বার বার চিকিৎসকদের হুমকি দিচ্ছেন। এটাও একপ্রকার 'থ্রেট কালচার।'সোমবার আর জি কর মামলার শুনানির দিন এই বিষয়টিও উত্থাপিত হতে পারে।

হুমায়ুন কবীর আন্দোলনরত চিকিৎসকদের নিয়ে একাধিকবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। সরাসরি চিকিৎসকদের 'হুমকি' দিতেও শোনা গিয়েছে তাঁকে। চলতি মাসেই হুমায়ুন সরাসরি বলেন, “আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা দিনের পর দিন কর্মবিরতি পালন করে যাবেন, এই জিনিস আর বরদাস্ত করব না।

দিনের পর দিন পরিষেবা বন্ধ করলে প্রতিরোধের অধিকার আমাদেরও আছে, পাবলিক মরছে, তাহলে ডাক্তাররা সুরক্ষিত থাকবেন কেন? ডাক্তারদেরও ঘেরাওয়ের অধিকার সংবিধান আমাদের দিয়েছে।” হুমায়ুনের সেই বক্তব্যকেই থ্রেট হিসাবে দেখছেন আইএমএ'র যুগ্ম সম্পাদক রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তিনি এর প্রতিকার চেয়ে শীর্ষ আদালতে চিঠি দিয়েছেন।

আইএমএর যুগ্ম সম্পাদকের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট চিকিৎসকদের জন্য ভয়মুক্ত এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলছে। অথচ শাসকদলের এক বিধায়ক চিকিৎসকদের লাগাতার হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার উসকানিও দিচ্ছেন। মামলাটি বিচারাধীন তাই প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব জুনিয়র উশু চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত ২টি সোনা-সহ ৭টি পদক জিতেছে

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার ব্রুনাইয়ের বন্দর সেরি বেগাওয়ানে শেষ হওয়া নবম জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের উশু খেলোয়াড়রা দুটি সোনা, একটি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জ সহ ৭টি পদক জিতেছে। ২৪ সদস্যের ভারতীয় দল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিল।

ভারতীয় খেলোয়াড় আরিয়ান, ৪৮ কেজি ওজন বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন একজন চীনা খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে আরিয়ান স্বর্ণপদক জিতেছেন। আর অতিরিক্ত, ভারতীয় খেলোয়াড় শৌর্য্য তার ইরানের প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে আরেকটি স্বর্ণপদক জিতেছেন। আর তানিশ নাগর (৫৬ কেজি), অভিজিৎ (৬০ কেজি), দিব্যাংশী (৬০কেজি মহিলা) এবং যুবরাজ (৪২ কেজি) ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।

নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করল শ্রীলঙ্কা

গল, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নিউজিল্যান্ডকে ধরাশায়ী করে সিরিজ জিতল শ্রীলঙ্কা। ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে কিউই বাহিনী। প্রথম টেস্ট ম্যাচে ৬৩ রানে জয় পেয়েছিল শ্রীলংকা। দ্বিতীয় ম্যাচে রবিবার শোচনীয়ভাবে শ্রীলঙ্কার কাছে হারলো নিউজিল্যান্ড। তারা হারলো ইনিংস ও ১৫৪ রানে।

২০০৯ সালে টেস্টে শ্রীলঙ্কা সবশেষ নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করেছিল। এরপর আর সিরিজই জিততে পারেনি তারা। এর মাঝে ৬টি সিরিজ হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। নিউজিল্যান্ড জিতেছে ৪টি, ড্র হয় ২টি। মুখোমুখি পরিসংখ্যানে ৪০ টেস্টের মধ্যে শ্রীলঙ্কা জিতেছে ১১, নিউজিল্যান্ড জিতেছে ১৮টিতে। ড্র ১১টি।

প্রথম ইনিংসে ৮৮ রানে অলআউট হওয়া নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে করে ৩৬০ রান। শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংসে করেছিল ৫ উইকেটে ৬০২ রান।

বৃষ্টির জন্য ভারত বনাম বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলাও হল না

গ্রিন পার্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার ছিল কানপুর টেস্টের তৃতীয় দিন। টেস্টের প্রথম দিন ৩৫ ওভার খেলা হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন বৃষ্টির জন্য খেলা হলই না। ফলে বৃষ্টির কোপে পড়ে কানপুর টেস্ট ড্র'য়ের দিকে চলে গেল।

এদিন কয়েকবার মাঠ পরিদর্শনের পর আম্পায়াররা জানিয়ে দিলেন যে, বৃষ্টির জন্য মাঠ অনুপযুক্ত। খেলা হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে এই ম্যাচের যা পরিস্থিতি, তাতে আগামী দুদিন খেলা হলেও খেলার ফলাফল হওয়া অসম্ভব। পরিস্থিতি দেখে শুনে মনে হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ ড্রয়ের পথেই পা বাড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রথম দিনের শেষে ৩৫ ওভার ব্যাট করে বাংলাদেশের রান ছিল ৩ উইকেটে ১০৭।

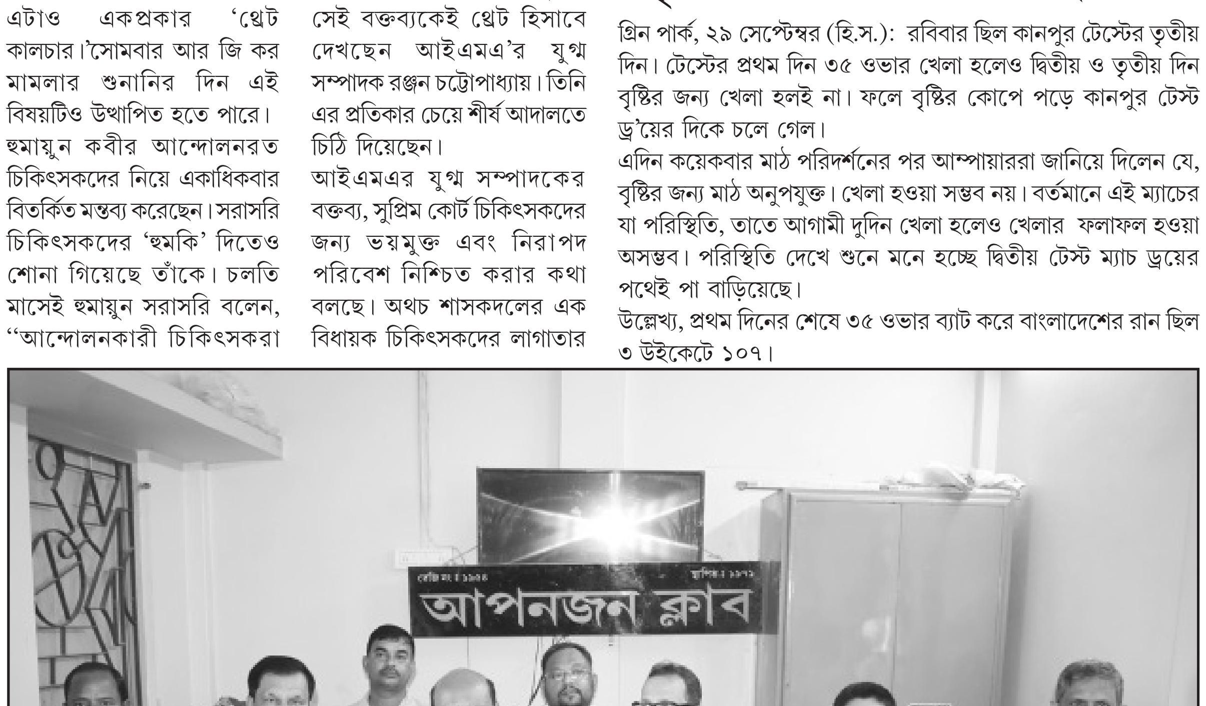

রবিবার আপনজন ক্লাবের কর্মকর্তার এক সাংবাদিক সম্মেলনে আযোজন করেন। নিজস্ব ছবি।

MEMORANDUM

Name of work (Tender): Redevelopment of certain components/Facilities of Sukanta Academy, Agartala, Tripura West/SH: Construction of 2(Two) Nos. Ticket Counter, 1(one) No. Cafeteria, 1(one) No. Open Air Stage, Establishment of Seminar cum Conference Hall at 3rd (Third) floor (Civil work without Furniture), Rejuvenation of the Water Channel with exhibits at Energy Park & Maintenance of "Journey to Sun via Mars".(Tender ID: 2024 CEPWD_53240_1)

DNIET No. ACE/Project Unit/PWD(Buildings)/ DNIT/38/2024-25

Due to administrative reason the above mentioned tender which was floated vide this office PNIET No.14/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2024-25 and circulated vide this office Memo No.45(04)/EE/Divn.III/PWD(R&B)/4380-4447, dated 24th September, 2024 is hereby cancelled.

ICA/C/ 1847/24

(Er. M. Debnath) Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-11/EE/RD/TLM-DIV/2024-25, dt.26.09.2024.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 08/10/2024 for 04(four) Nos. Civil work. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/ 1853/24

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division Teliamura, Khowai Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER
PNIe-T No.63/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25
Dated:25/09/2024

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful Contractors/ Firms/ Manufacturers / Authorized Dealer or Distributor having experience in similar nature of Fire Fighting System works in Government/ Buildings and Service centre in Tripura for the

SL. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	Providing, fitting fixing & installation of fire fighting system at the SDJM & Civil Judge (Jr. Div) Court building at Mouja Taranagar under Mohanpur Sub- Division, Agartala, Tripura West. DNIeTNo.46/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25	RS 6,25,426.00	RS 12,509.00	90 (Ninety) Days	Up to 15.00 Hrs on 05/10/2024.	At 15.30 Hrs on05/10/2024.	Appropriate Class

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/ 1849/24

Executive Engineer
Mechanical Division PWD Agartala

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করলেই হবে না, পরিচ্ছন্নতাও বজায় রাখতে হবে

স্বাস্থ্যের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। তাই এই গরমেও নিয়মিত জিমে যান অনেকে। একেবারে শুরুর দিকে অস্বস্তি হয় অনেকেরই। ঘামের গন্ধে, সকলের ব্যবহার করা জিমের "সর্বজনীন" ম্যাটে পিঠ ঠেকাতে পারেন না বলে বগলদাবা করে নিজের ম্যাট নিয়েও যান। কিন্তু শুধু ম্যাট তো নয়, জিমে শরীরচর্চা করতে গেলে অন্যের ব্যবহার করা যন্ত্রের উপরে শুয়েও তো পড়তে হয়।

চিকিতকেরা বলেন, জিমে যে হেতু অনেক মানুষ একসঙ্গে শরীরচর্চা করেন, বদ্ধ জায়গার মধ্যে সকলের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেই নানা রকম রোগ ছড়াতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন কী করে?

১) হাত পরিষ্কার করতে হবে

কোনও কিছু খাওয়ার আগে তো বটেই, শরীরচর্চা করার পর অন্য কোনও জিনিসে হাত দেওয়ার আগে হাত ধুতে হবে। যন্ত্রপাতি ধরার পরে কোনও ভাবেই সেই হাত দিয়ে ঘাম মুছতে যাবেন না। চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করা থেকেও বিরত থাকবেন।

২) যন্ত্রপাতি মুছতে হবে

নিজের বাড়িতে যদি শরীরচর্চা করার ব্যবস্থা থাকে, তা হলেও নিয়মিত জিমের যন্ত্রপাতি মুছতে হবে। যদি সর্বসাধারণের জিমে যান, সেখানেও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে কি না, সে দিকে নজর রাখতে হবে।

৩) পোশাক ধুতে হবে

যত কায়দারই পোশাক হোক না কেন, শরীরচর্চা করে এসেই তা নিয়মিত ধুয়ে ফেলতে হবে। ঘর্মাক্ত পোশাক নিয়মিত না ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। এ ক্ষেত্রে ত্বকের সমস্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

দারচিনি-চায়ে চুমুক দিয়ে দেখুন দূর হবে বেশ কিছু রোগব্যাধি

পাঁঠার মাংস হোক কিংবা কবাব তাতে দারচিনি না পড়লে সেই স্বাদ আসে না। কেবল রান্নার স্বাদ বাড়াতেই নয়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে দারচিনির স্বাস্থ্যগুণও অনেক। শরীর চাঙ্গা রাখতে, রোগবালাই দূর করতে রোজ সকালে নিয়ম করে দারচিনি-চায়ে চুমুক দিয়ে দেখুন, দূর হবে বেশ কিছু রোগব্যাধি।

প্রদাহ কমায় : শরীরের বিভিন্ন রকম প্রদাহ কমানোর ক্ষমতা রয়েছে এই মশলায়। কোনও টিস্যুর ক্ষতি হলে বা শরীরে কোথাও আঘাত পেলে, রক্ত জমাট বাঁধলে লাভ হতে পারে দারচিনি-চা খেলে।

হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমায়: ট্রাইগ্লিসারাইড বা খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে দারচিনিতে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে এই মশলা। সব মিলিয়ে হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতে দারচিনির চা নিয়মিত খেতে পারেন। পেটের সমস্যা থেকে রেহাই: অনেকেই আছেন যাঁরা সারা বছরই পেটের সমস্যায় ভোগেন। কোষ্ঠকাঠিন্য হোক কিংবা গ্যাস, বদহজম পেটের সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতেও দারচিনি চা খেতে পারেন।

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে: দারচিনিতে ভরপুর মাত্রায় অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে। রোজ নিয়ম করে এই চা খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। স্বাস্থ্যের পাশাপাশি উজ্জ্বল হবে আপনার ত্বকও। বর্ষায় মরসুমি সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে নিয়ম করে দারচিনি চা খেতে পারেন।

দারচিনিতে ভরপুর মাত্রায় অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে। ছবি: শাটারস্টক। ওজন কমাতে সাহায্য করে: মেদ ঝরানোর চেষ্টা করছেন? রোজ সকালে আর বিকেলে এক চিমটে দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে চিনি ছাড়া লিকার চা খান। এই পানীয় শরীরের বিপাকহার বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে।

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে: টাইপ টু ডায়াবিটিস থাকলে শরীরে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ কমে যায়। তাই বেড়ে যায় রক্তের শর্করার মাত্রা। দারচিনি চা ইনসুলিনের ক্ষরণ বাড়ায়। ঋতুস্রাবের সময়ে রেহাই: ঋতুস্রাবের সময় পেটের যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব, মাথা ধরার মতো সমস্যা কমবেশি সব মহিলাকেই কাবু করে। এই সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে ওই পাঁচ দিন দারচিনি চায়ের উপর ভরসা রাখতে পারেন।

কিছু দিন আগের ঘটনা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন?

অফিসের সারা দিনের পরিশ্রমের পর প্রবল মাথাব্যথা হতেই পারে। অনেকের আবার মাইগ্রেনের কারণেও রোদে বেরোলেই মাথাব্যথা করে। কিন্তু মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে যদি ভুলে যাওয়া কিংবা আচমকা ব্ল্যাক আউটের মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তা হলে সতর্ক হতে হবে বইকি। এ সব উপসর্গ মস্তিষ্কের টিউমরের লক্ষণ হতেই পারে। ব্রেন টিউমর শব্দটি শুনলেই আতঙ্ক দানা বাঁধে মনে। অথচ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পরলে চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে ব্রেন টিউমরের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন নয়। তবে টিউমর যদি ক্যানসার-যুক্ত হয়, তা হলে কিন্তু সেটা চিন্তার বিষয়। চিকিৎসকদের মতে, ঠিক সময় রোগ শনাক্ত করে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মস্তিষ্কের টিউমর বাদ দিয়ে রোগীকে আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

কী কী লক্ষণ দেখলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন?

১) ব্রেন টিউমরের অন্যতম উপসর্গ হল মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। টিউমরের ক্ষেত্রে মাথা ব্যথার ধরনটা অন্য রকম হয়। এ ক্ষেত্রে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মাথার যন্ত্রণা করে। মাথাব্যথার সঙ্গে সারা ক্ষণ বমি বমি ভাব হয়। ২) শরীরে জ্বর নেই, অথচ কাঁপুনি হচ্ছে মাঝে মাঝেই। আবার কিছু ক্ষণ পর আপনা থেকেই কমে যায়। ৩) সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার কথা বেমালুম ভুল যাওয়া ব্রেন টিউমরের লক্ষণ।

৪) রাতে ঠিক মতো ঘুমোনোর পরেও পরের দিন শরীরে ক্লান্তি থাকে, ঘুম পায়। যে কোনও কাজ করতে আলস্য আসে।

৪) মস্তিষ্কের কোথায় টিউমা হয়েছে, তার উপরেও উপসর্গগুলি নির্ভর করে। সেরিব্রামের টেম্পোরাল লোবে টিউমর হলে দেখতে অসুবিধে হয়।

৫) হাত পা নাড়াচাড়া করতে সমস্যা হয়। হাঁটাচলার সময় ভারসাম্য বজায় থাকে না। হাত দিয়ে কোনও জিনিস শক্ত করে ধরতে সমস্যা হয়। হাতের জোর কমে যায়। ৬) ভাবনা আর কথা বলার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

৭) অনেকের ঢোক গিলতে কিংবা খাবার খেতেও অসুবিধা হয়। গন্ধের বোধ চলে যায় কারও কারও। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, পুষ্টিকর খাদ্যাভাস ও নিয়মিত শরীরচর্চা করে ব্রেন টিউমর ঠেকানো যায়। দিন দিন আমরা অতিরিক্ত ইলেকট্রনিক গ্যাজেটনির্ভর হয়ে পড়ছি। এই অভ্যাস থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে রাখুন। রেডিয়েশনের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। উপরের উপসর্গগুলি দেখা দিলে হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ভ্রু প্রতিস্থাপনের খুঁটিনাটি

"তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।" নয়নে কাজল তো সবাই পরে, কিন্তু ক'জন আর ভুরু বাঁকিয়ে চাইতে পারে! "সপ্তপদী" ছবিতে উত্তমকুমারের দিকে সুচিত্রা সেন যেভাবে ভুরু বাঁকিয়ে তাকিয়েছিলেন, সে ভাবে চোখের দৃষ্টি দিয়েই মনের কথা বোঝাতে কোন মেয়ে না চায়! এক কথায়, চোখের সৌন্দর্য কিন্তু অনেকাংশেই নির্ভর করে তার উপরে থাকা ঘন এক জোড়া ভুরুর উপর। সুন্দর চোখকে আরও রহস্যময়ী করে তোলে ভুরু। তবে ক্রমাগত স্টাইলিং, প্লাকিং ইত্যাদি নানা কারণে আজকাল অনেকেরই ভুরু পাতলা হয়ে যায়। তাই যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ভুরুর।

সমস্যার কারণ

কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই অনেক সময়ে ভুরু থেকে রোম ঝরে যেতে শুরু করে। আবার শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনও অসুস্থতা বা জেনেটিক কারণেও ভুরু পাতলা হয়ে যেতে পারে। প্লাস্টিক সার্জন ডা. মণীশ সাস্থালিয়া বললেন, এগজিমা এবং পোরিয়োসিসের মতো নানা ত্বকের সমস্যা বা শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার কারণে অনেকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হন। তা ছাড়া, শরীরে কোনও জটিল রোগ বাসা বাঁধলেও এই সমস্যা হতে পারে। পাশাপাশি অত্যাধিক প্লাকিং বা ক্রমাগত রূপচর্চা, ফেশিয়াল, মেকআপ ব্যবহারের কারণেও অনেকের ভ্রু পাতলা হয়ে যায়। রূপচর্চায় থার্মাল বা কেমিক্যাল বার্ন হয়েও অনেক সময়ে ভ্রুর ক্ষতি হয়।

ভ্রু ভাল রাখতে

ত্বক ও চুলের মতো ভ্রুর যত্ন করাও প্রয়োজন। রাতে শোয়ার আগে মুখের মতো নিয়মিত ভ্রুর মেকআপ তোলা জরুরি। কড লিভার অয়েল থেকে পাওয়া ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ভ্রুর পক্ষে বেশ ভাল। তা ছাড়া, চিকিতকের পরামর্শ মতো নিতে পারেন বায়োটিন জাতীয় ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও মাল্টিভিটামিন। এর মাধ্যমে ভ্রু-এ রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। পাশাপাশি ভুরু ভাল রাখতে

পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত শারীরচর্চা, স্ট্রেস কম করা প্রয়োজন।

সমাধান

ডা. মণীশ বলছেন, সকলের আগে ভ্রু ঝরে যাওয়ার কারণ খুঁজে বার করা দরকার। তার পর প্রয়োজন মতো অ্যান্টিফাঙ্গাল বা অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা করাতে হবে। শরীরে থাইরয়েড বা অন্য রোগ বাসা বাঁধলে প্রথমেই তার চিকিৎসা শুরু করতে হবে। পাশাপাশি ভ্রুর ঘনত্ব বাড়াতে বাজারে এখন নানা ধরনের জেল কিনতে পাওয়া যায়, তা-ও ব্যবহার করতে পারেন। বাড়িতেও নারকেল তেল ও ক্যাস্টর অয়েল সহযোগে এই জেল বানিয়ে নিতে পারেন। ভুরু ঘন করার পাশাপাশি শেপেও রাখতে সাহায্য করে এই জেল। তা ছাড়া, ঘনত্ব বাড়াতে প্রয়োজনে করা যেতে পারে ভ্রু প্রতিস্থাপনও।

ভ্রু প্রতিস্থাপন

মাথার চুলের মতো ভ্রু-ও প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। ভ্রু একেবারে পাতলা হয়ে গেলে অনেকেই তা প্রতিস্থাপন করে নেন। ডা. সাস্থালিয়া বললেন, ভ্রু প্রতিস্থাপন করতে লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া ব্যবহার করা হয়। এফইউটি (ফলিকিউলার ইউনিট ট্রান্সপ্লান্ট) এবং এফইউই (ফলিকিউলার ইউনিট এক্সট্রাকশন) এই দুই পদ্ধতিতে ভ্রু প্রতিস্থাপিত করা হয়। মূলত মাথার পিছনের দিক থেকে ছোট ফলিকল নিয়ে তা ভুরুতে ইমপ্লান্ট করা হয়। এক এক দিকের ভ্রুর জন্য প্রায় ২৫০-৪০০ ফলিকল প্রয়োজন হয়। ডার্মাটোলজিস্টরা সাধারণত এফইউই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এ ক্ষেত্রে মেশিনের সাহায্যে ফলিকল হারভেস্ট করা হয়। এ ক্ষেত্রে ফলিকলগুলি অনেকসময়ে ডিস্টেবিলাইজড হয়ে যায়। প্লাস্টিক সার্জনরা মূলত এফইউটি পদ্ধতি পছন্দ করেন। এই পদ্ধতিতে হাত দিয়ে ফলিকল ইমপ্লান্ট করা হয়।

প্রতিস্থাপনের পর

ভ্রু প্রতিস্থাপনের তিন দিন পর ক্রাস্টিং এড়াতে বিশেষ ধরনের শ্যাম্পু ব্যবহার করা হয়। খেয়াল রাখবেন, প্রতিস্থাপনের পর অন্তত পনেরো দিন একেবারেই ত্বকের কোনও চিকিৎসা, ফেশিয়াল, ব্লিচ ইত্যাদি করানো চলবে না। ত্বকে কোনও ক্রিম লাগানোর আগেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। প্রতিস্থাপন চিকিৎসা অনেকটাই অন্যান্য অপারেশনের মতো। তাই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। প্রতিস্থাপনের পর ৭২ ঘণ্টা রাস্তায় না বেরোনোই ভাল। এতে ধুলো, ময়লায় সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়।

পরিচর্যা

প্রতিস্থাপিত ফলিকলগুলি বেড়ে উঠতে ২ থেকে ৩ মাস সময় লাগে। প্রতিস্থাপনের পরে মাথার চুলের মতোই বাড়ে ভ্রু। তবে আলাদা করে প্রতিস্থাপিত ভুরুর পরিচর্যা করার কোনও প্রয়োজন হয় না। মাঝে মাঝে কেবল একটু ভ্রু শেপ করে দেওয়া ও ট্রিম করা প্রয়োজন হয়।

সতর্কতা

শহর জুড়ে এখন বেশ কিছু সালঁয় কোনও প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসকের উপস্থিতি ছাড়াই প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে। ডা. সাস্থালিয়া বললেন, পার্লার কিংবা সালঁ-য় নয়, ভ্রু প্রতিস্থাপন করা উচিত চিকিৎসকের পরামর্শেই। ডার্মাটোলজিস্ট বা প্লাস্টিক সার্জনের তত্ত্বাবধানে ভ্রু প্রতিস্থাপন করা জরুরি। অনভিজ্ঞ হাতে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ভ্রু প্রতিস্থাপন অনেক সময়েই বিপজ্জনক হতে পারে। সংক্রমণের ভয়ও সে ক্ষেত্রে বেশি থাকে।

বিশেষ পরামর্শ

ভ্রু প্রতিস্থাপনের আগে রক্ত পরীক্ষা ও ত্বকের পরীক্ষা করা জরুরি। রক্তে শর্করা এবং হিমোগ্লোবিন ঠিক মাত্রায় থাকা জরুরি। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলে প্রতিস্থাপন করা বিপজ্জনক হতে পারে। পাশাপাশি লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া ব্যবহারে রোগীর সমস্যা থাকলেও এই প্রতিস্থাপন করা হয় না।

পার্শপ্রতিক্রিয়া সাধারণ ভাবে ভ্রু প্রতিস্থাপনের কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ডা. মণীশ সাস্থালিয়া জানালেন, বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ চিকিতকের হাতে প্রতিস্থাপন না করালে চোখে সংক্রমণ হওয়ার ভয় থাকে। তা ছাড়া, ভ্রু প্রতিস্থাপনের পর সাময়িক ব্যথা হতে পারে। চোখ ফুলে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। সে ক্ষেত্রে চিকিতকের পরামর্শ অনুযায়ী মোটামুটি পাঁচ দিনের অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয়। ব্যথার ওষুধও খেতে হতে পারে।

হজমে সমস্যা হয়? সমাধান রয়েছে একটি ফলে

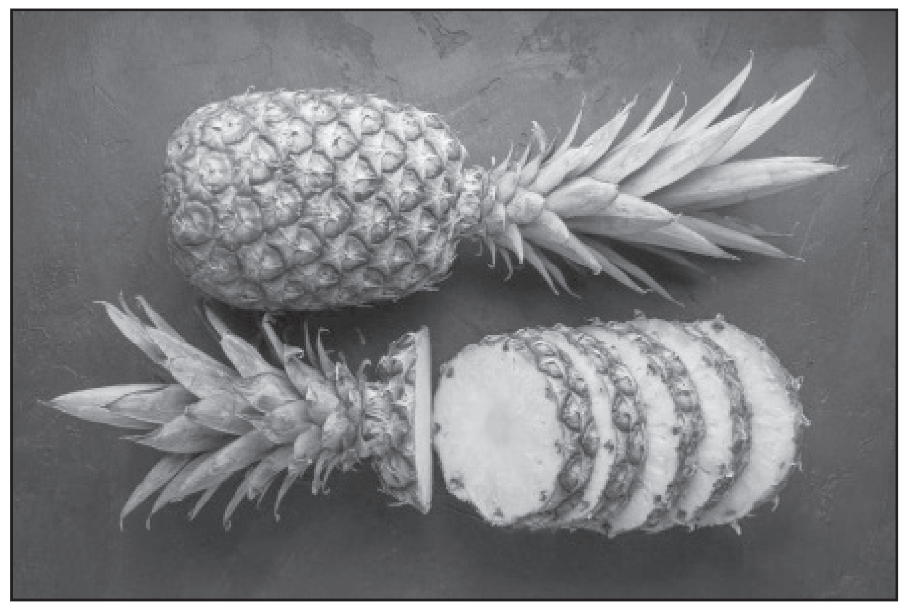

কখনও গরম আবার কখনও বৃষ্টি। ভ্যাপসা গরেম সাধারণ খাবার খেয়েও পেটের সমস্যা হচ্ছে? আবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে বাড়ির খুদে বা বয়স্কদের জ্বর-সর্দি-কাশির মতো উপসর্গও আছে। বর্ষাকালে অ্যার্লাজির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে চারিদিকে। এই রকম ছোটখাট সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রথমেই মুঠো মুঠো ওষুধ না খেয়ে ভরসা রাখতে পারেন আনারসের উপর। আনারসে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি এনজাইম "ব্রোমেলেইন" যা হজমে সহায়তা করে। ভিটামিন সি, বি-র মতো যৌগগুলি শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

এ ছাড়াও প্রতি ১০০ গ্রাম আনারস থেকে পাওয়া যায় মাত্র ৫০ কিলোক্যালরি। তাই এখান থেকে শরীরে বাড়তি মেদ জমার কোনও সম্ভাবনা নেই। আনারসে আছে পেকটিন নামক গুরুত্বপূর্ণ ডায়েটরি ফাইবার। যা অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে। ভিটামিন "বি" কমপ্লেক্সেরই গুরুত্বপূর্ণ নানা উপাদান যেমন ফলেট, থায়ামিন, পাইরিওফিন ও রাইবোফ্লাবিনও পাওয়া যায় আনারস থেকে।

হজমে সাহায্য করা এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা ছাড়াও আনারস আর কী কী উপকার করে? ১) ক্ষত সারিয়ে তোলে

আনারসের মধ্যে "ব্রোমেলেইন" নামক যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি রয়েছে, তা প্রদাহনাশ করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। শরীরে কোনও ক্ষত সারাতে, সংক্রমণ কমাতেও সাহায্য করে আনারস।

২) বাতের ব্যথা উপশম করে

শরীরে অস্থিসন্ধির ব্যথা বা বাতের ব্যথায় সমান ভাবে কার্যকরী আনারস। হালের গবেষণা বলছে, আনারসে থাকা "ব্রোমেলেইন" নামক উতেচকটি এই ধরনের ব্যথা কমাতে বিশেষ ভাবে কাজ দেয়।

৩) ক্যানসার প্রতিরোধ করে

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, আনারসে উপস্থিত যৌগগুলি ক্যানসারের মতো মারণ রোগের তেজ অনেকটাই কমিয়ে আনতে পারে। ক্যানসার আক্রান্ত কোষগুলিকে শরীরের অন্যত্র ছড়াতে দেয় না।

প্রসাধনী নয়, জোর দিন স্বাস্থ্যকর ডায়েটে

নায়িকাদের মতো ত্বকের জেল্লা চান অনেকেই। তবে চাইলেও তা পাওয়া সহজ নয়। কারণ, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে নায়িকারা অনেক কিছুই করে থাকেন। বিভিন্ন সাক্ষাতারে নিজের রূপরুটিনের কথাও বলেন অনেকে। কী ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করেন সে বিষয়েও অনুরাগীদের জানান। তা জেনে নিয়ে অনেকেই সেই ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করার কথা ভাবেন। অনেকেই প্রিয় নায়িকার মতো রূপরুটিন মেনে চলেন। ত্বকের যত্নে নায়িকারা যে শুধু প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করেন, তা কিন্তু নয়। আলিয়া, দীপিকা, করিনা, কৃতি, কিয়ারা সকলেরই ত্বকের যত্ন এসে মিলে যায় স্বাস্থ্যকর ডায়েটে। প্রসাধনী ব্যবহার করলে ত্বক বাহ্যিক ভাবে সুন্দর হয়। আর সেই সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব সাময়িক। সে কারণে ত্বকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ভিতর থেকে। জোর দিতে হবে ডায়েটেও। কী ধরনের খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে আলাদা করে প্রসাধনী ব্যবহার না করলেও চলবে?

প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার-শুধু শরীর চাঙ্গা রাখতেই নয়, প্রোটিন ত্বকচর্চাতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার যেমন মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, টফু, কটেজ চিজ, মাছ, দুধ শরীরে খেলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে। ফলে কোলাজেন উতাদনের হারও বেড়ে যায়। কোলাজেন ত্বক ভিতর থেকে টানটান রাখে।

ভিটামিন সি ত্বকের যত্নে এই ভিটামিনেরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে। ত্বক ও চুলের পরিচর্যার ক্ষেত্রে এই অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টটির জুড়ি মেলা ভার। তাই ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে পেঁপে, টম্যাটো, কাঁচা লঙ্কা, লাল ও হলুদ বেলপেপারের মতো খাবার নিয়ম করে খেতে হবে। জিঙ্ক- ত্বকের দেখাশোনায় জিঙ্কেরও প্রয়োজন আছে। চামড়া টানটান রাখে। জেল্লা আনে ত্বকে। রোজের খাদ্যতালিকায় কুমড়োর বীজ, কাজুবাদাম, দুগ্ধজাত খাবার রাখলেই শরীরে জিঙ্কের পরিমাণ বাড়বে। ত্বকও হবে মসৃণ।

ম্যাঙ্গানিজ রূপচর্চায় ম্যাঙ্গানিজের ভূমিকা অনবদ্য। বিভিন্ন ধরনের গোটা শস্য, বাদাম, ব্রাউন রাইস, সবুজ শাকসব্জিতে এই উপাদান ভরপুর মাত্রায় থাকে। তাই খাদ্যতালিকায় এই খাবারগুলি রাখতেই হবে। সব চিকিতা পদ্ধতিতেই কমবেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। ডা. মণীশ সাস্থালিয়ার মতে, তাই অহেতুক ভয় না পেয়ে কেবল সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। দেশে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ভ্রু প্রতিস্থাপন চিকিতা। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই ভ্রু প্রতিস্থাপন করাতে পারেন।

গ্যাসের ওষুধ খাচ্ছেন? কোন রোগের ঝুঁকি বাড়ছে জানেন?

নিত্যদিন গ্যাসের ওষুধ খান তাহলে আপনার শরীরে প্রাণঘাতি রোগের ঝুঁকি বাড়ছে এমনই জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অধিকাংশ মানুষেরই গ্যাস অম্বলের সমস্যা রয়েছে। যদিও সেগুলি আমাদের বিভিন্ন রকম খাদ্যাভাসের জন্যই হয়ে থাকে। বমি বমি ভাব চেঁয়া ঢেকুর বুক জ্বালার মত সমস্যা হলেই অল্পেতেই আমরা গ্যাসের ওষুধ খেয়ে নি। তবে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে এই গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে ডিমেশিয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। অত্যধিক পরিমাণে গ্যাসের ওষুধ যারা খান তাদের ওষুধ এড়িয়ে চলার কথা বলছেন। এই বিষয়টির উপর একটি গবেষণাও করেছিলেন আমেরিকান একাডেমি অফ নিউরোলজির গবেষকরা। যেখানে ৪০ থেকে ৫০ বয়সী ৫০০০ ব্যক্তির উপরে গবেষণাটি চালানো হয়। প্রায় পাঁচ বছর ধরে যাদের প্রত্যেকেরই ছিল গ্যাসের সমস্যা। নিত্যদিন তাঁরা গ্যাসের ওষুধ খেয়ে থাকতেন এভাবেই দেখা গিয়েছে তাদের শরীরে ডিমনেশিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে চিকিৎসক মহলের মধ্যেও রয়েছে দ্বিমত। অনেকেই বলছেন গ্যাস অম্বলের ওষুধ খেলেও ডিমনেশিয়া হচ্ছেন না এমন উদাহরণও রয়েছে। তবে কিডনিতে এর প্রভাব পড়ে বেশি ফলে যা অম্বলের ওষুধ স্বাস্থ্যের জন্য একেবারেই উচিত নয় বলেই মনে করছেন চিকিৎসকেরা।

রাত্রি বেলায় ভাত না রুটি? ঠিক কোনটা খাওয়া উচিত

কেউ বলবেন ভাত, তো কারও পছন্দের তালিকায় রয়েছে রুটি। ভাতের প্রতি অতিরিক্ত ভাললাগার কারণে বাঙালিদের "ভেতো" বলে একটা বদনাম আছে। তাই ডিনারেও তাদের পছন্দ গরম গরম ভাত। কিন্তু যারা স্বাস্থ্য সচেতন, তারা রাতের মেনু বদলে নিয়েছেন। আজকাল ভাতের বদলে রুটিতেই ভরসা রাখছেন অনেকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাতে ভাত-রুটি কোনওটাই নয়। খেলেও খুব কম পরিমাণে খাওয়া ভাল। কারণ, সমস্যা কার্বোহাইড্রেটে।

রাতে ভাত বেশি কেন নয়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এক প্লেট ভাতে (অর্থাত প্রায় ৮০ গ্রাম) প্রায় ২৭২ ক্যালোরি থাকে। সন্ধের পর কার্বোহাইড্রেট এড়িয়ে চলাই উচিত। বিশেষ করে হাই সুগার, ডায়াবেটিস, ওবেসিটির সমস্যা থাকলে তো নয়ই। ঘুমনোর আগে কার্বোহাইড্রেট শরীরে গেলে গ্রোথ হরমোন এবং টেস্টোস্টেরন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। রাতে

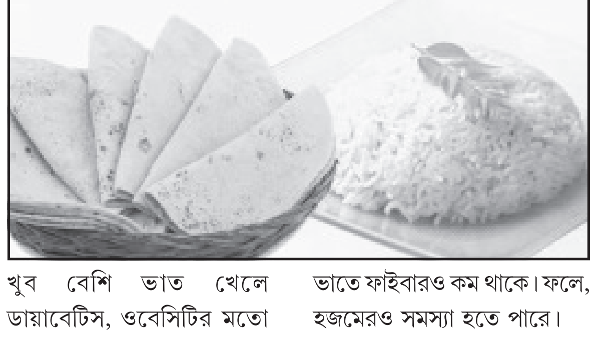

খুব বেশি ভাত খেলে ডায়াবেটিস, ওবেসিটির মতো ক্রনিক রোগের ঝুঁকি বাড়ে। ভাতে ফাইবারও কম থাকে। ফলে, হজমেরও সমস্যা হতে পারে। রাতে বেশি রুটির ক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়? আটা বা ময়দা, যে কোনও ধরনের রুটিতেই কার্বোহাইড্রেট থাকে। ২০ থেকে ২৫ গ্রাম আটায় তৈরি একটা রুটিতে থাকে প্রায় ৭০ ক্যালোরি। এ বার পাতে ক'টা রুটি খাচ্ছেন, সেই মতো হিসেব করে নিন কতটা ক্যালোরি শরীরে যাচ্ছে। এক টুকরো রটিতে ১৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দৈনিক পুষ্টির মাত্র ৪৫ থেকে ৬৫ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট থেকে নেওয়া উচিত।

রবিবার লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগ এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতির জন্য নেপালের জলকে দায়ী করলেন মমতা, তোপ কেন্দ্রকেও

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির জন্য উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীর জলস্তর বেড়েছে। পার উপচে জল রাস্তায় চলে এসেছে কোথাও কোথাও। এই অবস্থার জন্য নেপালের ছাড়া জলকে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রকেও আক্রমণ করলেন তিনি। উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি দেখতে রবিবার দুপুরে বিমান ধরলেন তিনি। রওনা দেওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমে ওই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, "নেপাল থেকে জল বিহার হয়ে বাংলায় ঢুকছে। তার ফলে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জমছে।" পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন মমতা। রবিবার সন্ধ্যাতেই তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেও জানান তিনি।

তাঁর কথায়, "ফরাক্কা ব্যারাজে ঠিকমতো ড্রেজিং করে না কেন্দ্র সরকার। সেই কারণে পলি জমে গিয়েছে। ফলে ওই ব্যারাজে জলধারণের ক্ষমতা কমেছে।" রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে কোনও রকম সাহায্য মেলেনি বলেও অভিযোগ মমতার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "একটা টাকাও কেউ দেয়নি। কেউ খোঁজ নেয়নি।"

মমতা বলেন, "ফরাক্কা ব্যারাজের ড্রেজিংয়ের জন্য কেন্দ্র কিছুই করেনি। শুধু নির্বাচনের সময় আসবে, আর বড় বড় কথা বলে চলে যাবে।" দক্ষিণবঙ্গে বন্যার জন্য প্রথম থেকেই কেন্দ্রকে নিশানা করছেন মমতা। ডিভিসির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, ডিভিসি কোনও সতর্কতা ছাড়াই ইচ্ছেমতো জল ছাড়ে। সেই জলেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গা প্লাবিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গে তৈরি হওয়া বন্যা পরিস্থিতির জন্যও কেন্দ্রকে একহাত নিতে ছাড়লেন না তিনি।

দার্জিলিং, কালিম্পং-সহ পাহাড়ি এলাকায় ধস নেমেছে। যার জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন। সেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই রবিবার উত্তরবঙ্গ যান মমতা।

তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই স্থানীয় প্রশাসনকে একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান মমতা। মাইকে প্রচারে সতর্ক করা হয়েছে। যেখানে যেখানে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে স্থানীয়দের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজও চলছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

আকাশবাণী সংবাদ-এর সাথে সাক্ষাৎকারে নগরউন্নয়ন অধিকর্তা শ্রী রজত পন্থ জানান

স্বচ্ছতাই সেবা পক্ষে চলছে ব্ল্যাক স্পট সাফ করা, সাফাই মিত্রদের জন্য শিবির, ওয়েস্ট টু আর্ট কার্যক্রম

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪: পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও রাখা একটি অভ্যাস। এমন অভ্যাস একদিনে গড়ে তোলা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে অভ্যাস ও অনুশীলন। এই অভ্যাস গড়ে তুলতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী যে প্রয়াস শুরু করেছিলেন তা গত ১০ বছরে বেগবান হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র শ্রী মোদী স্বচ্ছতা অভিযান এর আহবান দিয়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন দেশবাসীর মনে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী নিজে ঝাড়ু হাতে পথে নেমে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বচ্ছতা নিয়ে। তারপর প্রতিবছর এই উদ্যোগ চলছে। দেশবাসী এখন অনেক বেশি সচেতন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে। এখন আমরা সবাই লক্ষ্য করি আমাদের রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ, যার যার কর্মস্থল, বাজার হাট অনেক বেশি পরিছন্ন। এক পরিবর্তন এসেছে মানুষের মনে ও স্বভাবে। অর্থাৎ গত ১০ বছর ধরে স্বচ্ছতা অভিযানের মাধ্যমে পরিছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার এক অভ্যাস গড়ে উঠছে। এবছরের স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচীর মূল ভাবনা 'স্বভাব স্বচ্ছতা, সস্কার স্বচ্ছতা'। এর পেছনে যে ভাবনা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, তা হল স্বচ্ছ থাকার স্বভাব গড়ে তোলা ও আচার আচরন সংস্কারের মধ্যেই যেন স্বচ্ছ থাকার মনোভাব গড়ে ওঠে।

ত্রিপুরায় স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচীর রাজ্য নোডাল অফিসার ও নগরোন্নণ দপ্তরের অধিকর্তা রজত পন্থ আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগের সাথে এক সাক্ষাৎকারে এই কথাগুলো বলেন।

নগরোন্নণ দপ্তরের অধিকর্তা শ্রী পন্থ জানান, স্বচ্ছতার দিক দিয়ে ছোট রাজ্যগুলোর তালিকায় ত্রিপুরা পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে বলে শোনা যাচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্য ব্যপি চলছে এই কর্মসূচী, এবং সারা বছর ধারাবাহিকভাবেই চলছে এই কর্মসূচি। গত ১৪ ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে যে কার্যক্রম তা আগামী ১ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। তারপর ২ অক্টোবর পালিত হবে স্বচ্ছ ভারত দিবস।

এবারের এই স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচীতে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে করা হচ্ছে সচেতনতামুলক পদযাত্রা, সাইকেল দৌড় ইত্যাদি। শ্রী পন্থ জানান, নগর উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এবছর ব্ল্যাক স্পট উদ্ধার নামে এক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে রাস্তাঘাটে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা আবর্জনার স্তূপ এবং একেবারে জঞ্জালময় স্থানগুলিকে চিহ্নিত করেও চলছে সাফাই অভিযান। এখন পর্যন্ত এরকম ব্ল্যাক স্পট স্থানগুলোর ৬০ শতাংশের উপর জঞ্জালময় এলাকাকে সাফ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, স্বচ্ছতা অভিযানে জন-ভাগিদারী অর্থাৎ জন অংশগ্রহন আবশ্যক। যে কারণে আহ্বান রাখা হয়েছে স্বচ্ছ স্বভাব ও স্বচ্ছ সংস্কার - স্বচ্ছতাকে নিজের ব্যবহারিক অভ্যাসে পরিণত করতে হবে, তবেই দেশ পরিছন্ন দেশ হবে। প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত গড়ার পরিকল্পনার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ে তোলার কার্যক্রম।

শ্রী পন্থ জানান, স্বছতাই সেবা কর্মসূচী শুরু হবার আগেই মুখ্যসচিবের পুরোহিত্যে বিভিন্ন দপ্তর সচিব ও অধিকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এবং ওই বৈঠকেই বিভিন্ন দপ্তরের স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচী কার্যক্রম স্থির করা হয়। সাফাই অভিযানের মধ্যে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা গত ১৭ ই সেপ্টেম্বর গোমতী জেলার উদয়পুরে রাজ্যব্যপি স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচীর সূচনা করেন। শ্রী পন্থ জানান, সাফাই অভিযান ছাড়াও এই কর্মসূচী তে রয়েছে "এক পেড় মা,কে নাম" -র আহ্বান অনুযায়ী বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি , যা সর্বত্র চলেছে। রাজ্যের প্রতিটি নির্বাচিত পুর ও পঞ্চায়েত সংস্থা, প্রতিটি দপ্তর, স্কুল কলেজ,মন্দির, পর্যটন স্থল হাট বাজার সর্বত্র চলছে এই কর্মসূচী। তেমনি, একবার ব্যবহারের জন্য ব্যবহার্য্য বা সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধেও এই সময়ে ও সারা বছর দপ্তরের উদ্যোগে কার্যক্রম চলছে বলে জানান শ্রী পন্থ। তিনি আরো বলেন, সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার রোধ করার অভিযানের পাশাপাশি বিকল্প থলে, কাপড় ও কাগজের ব্যাগ তৈরী করার ব্যাপারে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা এস এইচ জি -দের উৎসাহিত করা নিয়ে ব্যাপক কাজ হচ্ছে।

এবারের স্বচ্ছতাই সেবা পক্ষকালের কার্যক্রমে, আরো একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো, সাফাই কর্মীদের জন্য স্থানে স্থানে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা ও অন্যান্ন সুবিধা প্রদানে তাদেরকে সহায়তা দেওয়া। শ্রী পন্থ বলেন, সাফাই কর্মী অর্থাৎ সাফাই মিত্রদের স্বাস্থ্যের কথা খেয়াল রেখে সরকার এই কার্যক্রম করার নির্দেশ দিয়েছে। তিনি জানান, পুর সংস্থাদের উদ্যোগে সাফাই মিত্রদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধপত্র প্রদান সহ তাদেরকে ব্যর্জ ও আবর্জনা পরিস্কার করার জন্য, গ্লাভস, জুতো ইত্যাদি উপকরনও দেওয়া হচ্ছে।

নগর উন্নয়ন দপ্তর এবার আরও একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়ে শ্রী পন্থ বলেন, স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচীতে শপথ, মানব বন্ধন, সাফাই, পদযাত্রা ছাড়াও এবার স্কুল কলেজের পড়ুয়া এবং শিল্পীদের নতুন এক সৃজনমূলক কাজে যুক্ত করা হচ্ছে। স্কুল কলেজ স্তরে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে হচ্ছে বর্জ্য এবং পরিত্যক্ত সামগ্রী দিয়ে নানা শিল্পকর্ম তৈরী করার প্রতিযোগিতা, যার পোশাকি নাম — 'ওয়েস্ট তো আর্ট'। তিনি জানান, এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আগামী দোসরা অক্টোবর পক্ষকালব্যাপি স্বচ্ছতা অভিযানের সমাপ্তির পর, স্বচ্ছ ভারত দিবসে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। আর্ট কলেজের মাধ্যমে বিভিন্ন বর্জ্য সামগ্রী দিয়ে একটি ভাস্কর্য্য তৈরি করে আগামী দোষরা অক্টোবর উজ্জয়ন্ত প্যালেজ মিউজিয়াম প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান শ্রী পন্থ।

'স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সমিতি'-র এবারের ভাবনা 'তরঙ্গ অপার'

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেখতে দেখতে ১১তম বর্ষে পৌঁছে গেল 'স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সমিতি' পরিচালিত দুর্গা পুজো। প্রতি বছরের মতো এবছরেও কাঁকুড়গাছি সি আই টি রোডের সংযোগস্থলে পুরোদমে চলছে মাতৃ আরাধনার যাবতীয় তোড়জোড়।

মাঝেমধ্যে যদিও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবু পুজোর আয়োজন করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সমিতির উদ্যোক্তারা। থেমে নেই শিল্পীরা। কেননা হাতে গোনা আর মাত্র ক'টা দিন বাকি। ১১ তম বর্ষে তাদের ভাবনা, 'তরঙ্গ অপার'।

'স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সমিতি'-র সম্পাদক অমল হাজরা জানালেন, আমরা শহরের কোলাহলের মধ্যে বরাবর অন্য রকম কিছু উপহার দিতে চাই। এ বছরেও তার ব্যতিক্রম নেই। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সমতা রেখেই আমাদের পুজোর আয়োজন করা হয়। এ বছরে আমাদের ভাবনা, 'তরঙ্গ অপার'। আসলে মানুষ তো সব সময় প্রাণের ঠাকুরকে খোঁজেন।

সহজ পথে, সহজ কথায়, কীভাবে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়, সেটা জানতে আসতে হবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সমিতির মণ্ডপে। এই সরল ভাবনাকে আরও মধুময় করে তুলতে ব্যবহার করা হয়েছে একতারার সুর।মোট কথা, বাংলার উৎসবে বাংলার শিল্পকেই ব্যবহার করা হয়েছে। পুজোর উদ্যোক্তারা জানালেন, এবছর তাদের মণ্ডপ সেজে উঠবে একতারা ও পোড়ামাটির ডুগি, তবলার বাহারে। প্রায় দুশোরও বেশি বাদ্যযন্ত্র ও একতারা দেখা যাবে মণ্ডপসজ্জায়।এভাবেই মাটির সাজে সেজে উঠছে মায়ের মণ্ডপ। বেজে উঠছে মন ভালো করা বাদ্যযন্ত্রের সুর। আর মাটির আবহে এভাবেই শহর কলকাতাকে নতুন কিছু উপহার দিতে চলেছেন 'স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সমিতি'।

'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচিতে বিপুল সাড়া, উচ্ছ্বাস নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১১৪তম পর্বে বলেন যে, আমাদের যাত্রা ১০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ৩ অক্টোবর বিজয়াদশমীর দিন এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই বছর ৩ অক্টোবর যখন "মন কি বাত" ১০ বছর পূর্ণ করবে, সেদিন নবরাত্রির প্রথম দিন।

তিনি এদিনের মন কি বাত অনুষ্ঠানে 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচি নিয়েও কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচিতে দারুণ সাড়া মিলেছে। উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও তেলঙ্গানায় চারাগাছ লাগানোয় রেকর্ড তৈরি হয়েছে।

ময়লা ছুঁড়ে ফেলার জন্য জরিমানা ও স্পট ফাইন লাগু"তে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি কলকাতা পুরসভার

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শিয়রে দুর্গাপুজো। কাজেই শহর জুড়ে চলছে সাফাই অভিযান। এর মাঝেই নাগরিকদের কাছে কলকাতা পুরসভার সনির্বন্ধ অনুরোধ, শহরে যত্রতত্র ক্যারিব্যাগে বাড়ির আবর্জনা ভরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলার বদভ্যাস ছাড়তে হবে। বিশেষত পুরানো কলকাতায় ঘিঞ্জি এলাকায় এই সমস্য আজও রয়েছে। কলকাতা শহরে বড়বাজার হল ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র। সেখানেই এমন জটিলতার শিকার পথচলতি জনতা ও অভিযুক্তদের তালিকায় এতদঅঞ্চলের নাগরিকদের দিকেই অভিযোগের আঙুল। ইলোরা সাহা পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা। চলতি মাসে কলকাতা পুরসভার অধিবেশনে এ নিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ময়লা ফেলার জন্য কড়া পদক্ষেপ যেমন দরকার জরিমানার তেমন প্রয়োজন। এজন্য স্পট ফাইন লাগু হলে রাজস্ব আদায় বাড়বে পুরসভার। অবাধ্য নাগরিককে বাগে আনাও যাবে সহজেই। এ প্রসঙ্গে মেয়র জানান, সকালের দিকেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে সংগ্রহ করা হয় সমস্ত রকমের জঞ্জাল, আবর্জনা ও ময়লা। প্রথমবার ৫৮০ টাকা, দ্বিতীয় বারে ৭২০ টাকা ও এরপরে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত না মানলে পরে সেই অনুযায়ী ১,০৮০ টাকা এ বাবদ স্পট ফাইনের স্ল্যাব রয়েছে।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে জল সংরক্ষণ নিয়ে বার্তা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১১৪তম পর্বে বলেন যে, এটা ১০ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষার এই সময় আমাদের মনে করিয়ে দেয় জল সংরক্ষণ কতটা প্রয়োজন, জল সঞ্চিত করে রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ! বৃষ্টির সময়ে ধরে রাখা জল, জল-সংকটের মাসগুলোয় অনেক উপকারে লাগে, আর এই ভাবনা থেকেই ক্যাচ দ্য রেইন-এর মতো প্রচারাভিযানের সূত্রপাত। বহু মানুষ জল সংরক্ষণ নিয়ে নতুন করে পথ দেখাচ্ছেন। এরকমই একটি প্রচেষ্টা উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি"তে দেখা গেছে। ঝাঁসি বুন্দেলখন্ড জলসংকটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেখানে, ঝাঁসির কিছু মহিলাদের জন্য ঘুরারী নদী নবজীবন লাভ করেছে। সেই মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁরা "জল সহেলী" হয়ে এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই মহিলারা যেভাবে মৃতপ্রায় ঘুরারী নদীকে বাঁচিয়েছেন, সেটা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। সেই "জল সহেলী"রা বস্তায় বালি ভরে চেকড্যাম তৈরি করেছেন, বৃষ্টির জলের অপচয় বন্ধ করেছেন, আর নদীকে জলে টইটম্বুর করে তুলেছেন। সেই মহিলারা প্রচুর জলাশয় নির্মাণে এবং সেগুলোকে বাঁচিয়ে তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন। এভাবে সে অঞ্চলের জলের সমস্যা তো দূর হয়েছেই, তার সঙ্গে তাদের মুখে খুশির হাসিও ফুটেছে।

ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে, জানালো ফিফা

জুরিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামী বছরের ১৫ জুন থেকে শুরু হবে ক্লাব বিশ্বকাপ, চলবে ১৩ জুলাই পর্যন্ত। যুক্তরাষ্ট্রের মোট ১২টি ভেন্যুতে হবে টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ। আর ফাইনাল ম্যাচ হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। শনিবার ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এক ঘোষণায় একথা জানিয়েছেন।

এছাড়াও টুর্নামেন্টের অন্যান্য ভেন্যু গুলো হল- মার্সিডিজ-বেঞ্চ স্টেডিয়াম, ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়াম, টিকিউএল স্টেডিয়াম, হার্ড রক স্টেডিয়াম, জিওডিস পার্ক, ক্যাম্পিং ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়াম, ইন্টার অ্যান্ড কো স্টেডিয়াম, লিঙ্কন ফিন্যান্সিয়াল ফিল্ড, অডি ফিল্ড, রোজ বোল স্টেডিয়াম এবং লুমিন ফিল্ড স্টেডিয়াম।

জনগণের কাছে 'মন কি বাত'-এর বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ায় সংবাদমাধ্যমকে ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১১৪তম পর্বে বলেন যে, আমাদের যাত্রা ১০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। দেশবাসীর কাছে মন কি বাত এর বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ায় সংবাদমাধ্যমকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি এদিন বলেন, আমি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও রিজিওনাল টিভি চ্যানেলকে ধন্যবাদ জানাই যারা ক্রমাগত এই অনুষ্ঠান দেখিয়েছেন। মন কি বাত এর মাধ্যমে আমরা যে প্রসঙ্গগুলো উত্থাপন করেছি সেগুলো নিয়ে অনেক সংবাদমাধ্যম প্রচার চালিয়েছেন। আমি প্রিন্ট মিডিয়াকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা একে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি সেই ইউটিউবারদেরও ধন্যবাদ জানাই যারা মন কি বাতের উপর অনুষ্ঠান করেছেন। মন কি বাত অনুষ্ঠানটি দেশের ২২টি ভাষার পাশাপাশি ১২টি বিদেশি ভাষাতেও শোনা যায়। আমি আনন্দিত হই যখন মানুষ বলেন যে তাঁরা মন কি বাত অনুষ্ঠান তাঁদের স্থানীয় ভাষায় শুনেছেন।

২০২৯ সালে ডেনমার্কে ও ২০৩০ সালে ব্রাসেলসে সাইক্লিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে

জুরিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সাইক্লিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৯ সালে ডেনমার্কে এবং ২০৩০ সালে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হবে, ইউনিয়ন সাইক্লিস্ট ইন্টারন্যাশনাল শনিবার রাতে এই ঘোষণা করেছে।জুরিখে সাইক্লিং গভর্নিং বডির বার্ষিক অধিবেশন চলাকালীন, ২০২৫ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ১৬টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আয়োজক শহরের নাম উন্মোচন করা হয়েছিল।ট্র্যাক ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০৩০ সালে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত হবে, একই শহরে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক

বৃষ্টির জন্য ভারত বনাম বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলাও হল না

গ্রিন পার্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার ছিল কানপুর টেস্টের তৃতীয় দিন। টেস্টের প্রথম দিন ৩৫ ওভার খেলা হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন বৃষ্টির জন্য খেলা হলই না। ফলে বৃষ্টির কোপে পড়ে কানপুর টেস্ট ড্র'য়ের দিকে চলে গেল।

এদিন কয়েকবার মাঠ পরিদর্শনের পর আম্পায়াররা জানিয়ে দিলেন যে, বৃষ্টির জন্য মাঠ অনুপযুক্ত। খেলা হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে এই ম্যাচের যা পরিস্থিতি, তাতে আগামী দুদিন খেলা হলেও খেলার ফলাফল হওয়া অসম্ভব। পরিস্থিতি দেখে শুনে মনে হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ ড্রয়ের পথেই পা বাড়িয়েছে। উল্লেখ্য, প্রথম দিনের শেষে ৩৫ ওভার ব্যাট করে বাংলাদেশের রান ছিল ৩ উইকেটে ১০৭।

মহারাষ্ট্রে ১১ হাজার ২০০ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার মহারাষ্ট্রে ১১ হাজার ২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সেগুলো জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন তিনি।

কঙ্কালীতলায় পুজো দিলেন অনুব্রত মণ্ডল, চাইলেন আশীর্বাদ

কঙ্কালীতলায়, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কঙ্কালীতলায় পুজো দিলেন বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। রবিবার মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে শক্তিপীঠে যান তিনি। প্রার্থনা করার সময় কেঁদে ভাসালেন কেষ্ট। পুজো দিয়ে বেরিয়ে অনুব্রত জানান, কঙ্কালীতলায় বেশ কিছু কাজ বাকি আছে। দুর্গাপুজোর পরে সেই সব কাজ শুরু হবে। তিনি আরও জানান, কঙ্কালীতলায় মায়ের কাছে মেয়ে সুকন্যা, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

এদিন অনুব্রত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত সতীপীঠকে সাজিয়েছেন। তিনি কঙ্কালীতলাকে ঢেলে সাজিয়েছেন। এমন কোনও পীঠস্থান নেই যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর্থিক সাহায্য করেননি। তিনি বক্রেশ্বরেও টাকা দিয়েছেন, পাথরচাপড়িতে টাকা দিয়েছেন। কঙ্কালীতলায় কিছু কাজ বাকি আছে, সেটা করে দেব।' অনুব্রতর কথায়, 'মায়ের কাছে আসার জন্য ছটফট করছিলাম। আমার বাড়ির কাছে মন্দির। আসব না? আমি বীরভূম জেলার সমস্ত মন্দিরেই যাব। আমার মেয়ে, স্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য পুজো দিলাম।'

২০২২ সালের ১১ অগাস্ট গরুপাচার মামলায় বীরভূমের নিচুপট্টি এলাকার বাড়ি থেকে অনুব্রতকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। প্রথমে আসানসোল সংশোধনাগারে তাঁকে রাখা হয়েছিল। পরে তাঁকে তিহাড় জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ২০২৩ সালের ২১ মার্চ থেকে তিহাড়েই বন্দি ছিলেন কেষ্ট। একই মামলায় ওই বছরের নভেম্বর মাসে ইডি-ও তাঁকে গ্রেফতার করে। সম্প্রতি সিবিআই এবং ইডি, দুই মামলাতেই জামিন মঞ্জুর হয় এই দাপুটে তৃণমূল নেতার। জামিন পেয়ে দিল্লির তিহাড় জেল থেকে বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতে ফেরেন অনুব্রত।

নবজাতক শিশুর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ফুলবাড়িতে

জলপাইগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রবিবার সকালে জলপাইগুড়ির ফুলবাড়িতে এক নবজাতকের ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দিলে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নবজাতকের দেহ উদ্ধার করে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকালে শিলিগুড়ির সঙ্গে সংযুক্ত ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহানন্দা নদীর তীরে পশ্চিম ধনতলা গ্রামে, স্থানীয় লোকজন একটি কুকুরকে এক জায়গায় ঘোরাফেরা করতে দেখেন। কাছে গিয়ে দেখেন ওটা একটা নবজাতক শিশুর দেহ। পুলিশ দেহটি হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

স্থানীয় লোকজনের অনুমান, দেহটি মহানন্দা নদীতে ভেসে আসতে পারে এবং কুকুরগুলো তা বের করে গ্রামে নিয়ে এসেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত করছে এনজেপি থানার পুলিশ।

জম্মুতে জনসভায় অসুস্থ মল্লিকার্জুন খাড়গে

জম্মু, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরে দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

জানা গেছে, কাঠুয়ায় একটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে হঠাৎই কিছুটা অচৈতন্য হয়ে পড়েন খাড়গে। তাঁর কথা জড়িয়ে যায়। খাড়গের এই অবস্থা দেখে কংগ্রেসের নেতা, কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধরে ফেলেন। কিন্তু অসুস্থ বোধ করা সত্ত্বেও খাড়গে তার বক্তৃতা চালিয়ে যান।

রবিবার ত্রিপুরা ক্যামিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এর উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

বিডিও অফিসের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু নাবালকের

ক্যানিং, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সকলের অলক্ষ্যে ক্যানিং ১ বিডিও অফিসের ছাদে ঘুড়ি পাড়তে গিয়ে সেখান থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক নাবালকের। মৃতের নাম আরিবুল মোল্লা(১৪)। রবিবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ক্যানিং এলাকায়। ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে বুকে লোহার রোড ঢুকে যায় আরিবুলের। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কিভাবে মৃত্যু হল আরিবুলের ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন কিংবদন্তী নাট্যকার

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার বাড়ি ফিরলেন কিংবদন্তী নাট্যকার মনোজ মিত্র। কোনও 'সাপোর্ট' ছাড়াই বর্তমানে বাড়িতে রয়েছেন তিনি। জানালেন ভাই অমর মিত্র।

২০ সেপ্টেম্বর অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিনেতা। বুকে ব্যথার ফলে তাঁকে বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অমরবাবুর তরফে জানা যায়, মনোজ মিত্রকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়নি। তিনি ছিলেন আইসিইউ-তে।

বেশ কিছুদিন ধরেই হার্টের অসুখে ভুগছেন মনোজবাবু। তার সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, মেলাইটাস, ক্রনিক কিডনির সমস্যা, ডিমেনশিয়া রয়েছে। অনেক আগেই বাইপাস সার্জারি, পেসমেকার ইত্যাদি বসানো হয়েছে।

হাসপাতাল-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করলেন বিরোধী দলনেতা

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মমতা যতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, ততদিন রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটতে থাকবে। হাসপাতাল-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মূলত, সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শুক্রবার রাতে হামলার প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির প্রসঙ্গে একথা বলেন শুভেন্দুবাবু ।

রবিবার নন্দীগ্রামে মন কি বাত অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচারের অনুষ্ঠান শেষে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'সব জায়গায় হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হল সমস্যার মূল কারণ। উনি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, এটা হবে। মহারাষ্ট্রের বদলাপুর ''রাম নাম সত্য হে'' করে দিয়েছে ধর্ষককে। অসমে জল খেতে-খেতে রাম নাম হয়ে গিয়েছে। আর এখানে ধর্ষকদের প্রোকেটশন দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এটা লজ্জার যে, পুলিশ, ধর্ষক ও ডাক্তার তিনজন একসঙ্গে জেলে আছেন।'

আপত্তিকর বিবৃতি দিয়েও তাঁর অবস্থানে অনড় তৃণমূল বিধায়ক

মুর্শিদাবাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জুনিয়র চিকিৎসকদের নামে আপত্তিকর বিবৃতি দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে এফআইআর দায়ের হয়েছে। আইএমএ চিঠি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর তাঁর অবস্থানে অনড়।

রবিবার বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে তাঁয় প্রতিক্রিয়া, "আইন আমরা তৈরি করি। কোনটা আইনসঙ্গত সেটা ভালো করেই জানি। আমাকে যদি জেলে যেতে হয়, তাহলে ৫০ হাজার লোক নিয়ে জমায়েত করব।" জানালেন, জেলে ঢুকিয়ে দিলেও তিনি একই কথাই বলবেন। তাঁর 'বিতর্কিত' বক্তব্যে চিন্তিত নন হুমায়ুন কবীর। তিনি ফের হুমকির সুরেই কথা বললেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ম্যানসিটিকে রুখে দিলো নিউক্যাসল

ম্যানচেস্টার, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): টানা চার জয় দিয়ে প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুমটা ভালই শুরু করেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। তবে পরের দুই ম্যাচেই হারিয়ে গেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। এবার তাদের রুখে দিল নিউক্যাসল ইউনাইটেড।

শনিবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে নিউক্যাসলের সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা অমীমাংসিত রেখে মাঠ ছেড়েছে পেপ গার্দিওয়ালার শিষ্যরা। সিটির হয়ে জস্কো গভার্দিওল আর নিউক্যাসলের হয়ে গোল করেন অ্যান্তোনি গর্ডন।

পয়েন্ট হারালেও ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে ম্যানচেস্টার সিটি। ৫ ম্যাচে সমান ১২ পয়েন্ট করে নিয়ে দুইয়ে লিভারপুল আর অ্যাস্টন ভিলা। ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে অবস্থান করছে নিউক্যাসল।

মধ্যপ্রদেশে বাস দুর্ঘটনা, নিহত ৯, আহত ২৪

সাতনা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শনিবার রাতে মধ্যপ্রদেশের মেহরে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্রুতগামী একটি বাসের রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় বাসে থাকা ৯ জন মারা যান। ২৪ যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, বাসটি প্রয়াগরাজ থেকে রেওয়া হয়ে নাগপুর যাচ্ছিল। শনিবার রাতে নাদান থানা থেকে কিছু দূরে চৌরাশিয়া ধাবার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে ৪৫ জন যাত্রী ছিলেন। বাসের দরজা গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে আটকে পড়া যাত্রীদের বের করা হয়। সাতজনকে মেহর সিভিল হাসপাতালে এবং আটজনকে সাতনা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

উৎকণ্ঠা সুপ্রিম কোর্টে সোমবারের শুনানি নিয়ে, শুনানির সময় পিছিয়ে গেল দুপুরে

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এত দিন সুপ্রিম কোর্টে সকালে শুনানি হলেও এ বার আরজি কর মামলার শুনানির সময় পিছিয়ে গেল। শুনানির সময় পিছিয়ে দুপুর করা হয়েছে। শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, সোমবার দুপুর ২টোয় মামলাটি শুনবে আদালত। এই মামলায় প্রায় ৪২টি পক্ষের নথিভুক্ত আইনজীবীর সংখ্যা ২০০-র বেশি।

আগেকার মতো প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চের তালিকায় ৪২ নম্বরে মামলাটি উঠবে। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের পাশাপাশি থাকবেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্র।

আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে মামলাটি নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত ২০ অগস্ট সেখানে প্রথম বার শুনানি হয়। তার পর থেকে চার বার মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। প্রতি বারই তালিকার প্রথমে স্থান পায় মামলাটি। সকাল সাড়ে ১০টায় আদালত বসলে শুনানির জন্য প্রথম ডাক পড়ে এই মামলাটির। সোমবার যার ব্যতিক্রম হল। সকালের পরিবর্তে দুপুরে আর জি কর-কাণ্ডের মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। দুপুর ২টোয় মামলাটির শুনানির সময় বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

স্বামী সন্তানকে হারিয়েও মিলন উৎসবে সুন্দরবনকে রক্ষার অঙ্গীকার মহিলাদের

বাসন্তী, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : স্বামী সন্তানকে হারিয়ে দিশাহারা তাঁরা। সংসারের একমাত্র রোজগেরেসুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া, মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের পেটে গিয়েছেন। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থায় দিন কাটছে বর্তমানে। তবুও রবিবার বাসন্তীর শিবগঞ্জে আয়োজিত বাৎসরিক মিলন মেলায় এসে এরকম প্রায় চারশো মহিলা অঙ্গীকার করলেন সুন্দরবনকে রক্ষার। এদিন বাঘ বিধবা মায়েদের জীবিকার দাবিতে, মৎস্যজীবী-মৌলদের সুরক্ষার দাবির পাশাপাশি সুন্দরবনের বাঘ, বাদাবন, সুন্দরবনের নদী বাঁধ রক্ষার দাবিতে একটি পথ মিছিল হয় বাসন্তীতে। এসবের পাশাপাশি সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। মিলন মেলায় আগত বাঘের হামলায় প্রাণ হারানো বা জখমদের পরিবারদের হাতে দুর্গা পুজোর প্রাক্কালে নতুন জামা কাপড় ও রেশন সামগ্রী হাতে তুলে দেওয়া হয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফ থেকে। পাশাপাশি পুজোর আগে এই সমস্ত বাঘে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে একসাথে মধ্যাহ্নভোজ ও একসাথে সুন্দরবনকে রক্ষার অঙ্গীকার করেন সকলে।

যার আক্রমণে পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল ওঁদের, সেই বাঘের জীবন বাঁচানোর মধ্যে দিয়ে সুন্দরবন রক্ষার অঙ্গীকার করলেন ওঁরা এদিন। বাঘ বিধবা মায়েদের পুনর্মিলন উৎসবে সেই শপথ নেন রত্না, গীতা, লতিকারা। সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার মুখে পড়ে প্রাণ গিয়েছে এঁদের পরিজনদের। স্বামী বা অন্য পরিজনের মৃত্যুর পরে অনেকেই সংসার বাঁচানোর জন্য সেই জঙ্গলের পথই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের নানা ভাবে বুঝিয়ে, বিকল্প পেশার হদিস দিয়ে, আর্থিক সাহায্য করে জঙ্গলের পথ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন এই বেসরকারি সংস্থার সদস্যরা। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জায়গায় এই বাঘে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা স্বনির্ভর দল তৈরি করে নানা ধরনের ব্যবসা শুরু করেছেন। আবার এখনও অনেকেই আছেন যারা স্বামীর মৃত্যুর পর সংসার চালাতে দিন মজুরির কাজ শুরু করেছেন। কেউ বা কোন কাজ না পেয়ে নতুন করে জীবিকার জন্য জঙ্গলের পথ ধরেছেন। এইসব পরিবারের সন্তানরাও যথেষ্ট সমস্যার মধ্যে পড়ে অনেকেই পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু এই সংগঠনের তরফে দুঃস্থ পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে বিকল্প কর্মসংস্থানের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। হাঁস, মুরগি, ছাগল প্রতিপালন থেকে শুরু করে হাতের নানা ধরনের কাজের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। ছোটদের পড়াশুনার জন্য শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে, পাশাপাশি স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এসবের পাশাপাশি যে বাঘের আক্রমণে নিজের কাছের মানুষকে হারিয়ে এই অথৈ জলে পড়েছেন সুন্দরবনের মহিলারা সেই বাঘ বাঁচানোর পাঠই দেওয়া হচ্ছে তাঁদেরকেই। বাঘ না বাঁচলে জঙ্গল বাঁচবে না, আর জঙ্গল না বাঁচলে মানুষ বাঁচবে না। বরং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঘের ডেরায় গিয়ে জীবিকা নির্বাহ না করে, বিকল্প পেশায় যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তাঁদেরকে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সেভ টাইগার এফেক্টেড ফ্যামিলির সদস্যরা। সংস্থার আহ্বায়ক অমল নায়েক বলেন, " বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যাতে এঁরা জঙ্গলে না যান সেই বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এঁদের জন্য বিকল্প পেশার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বামী, সন্তান হারিয়ে যখন তাঁরা দিশেহারা, তখন তাঁদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য বলে মনে করেছি। আর এই পুজোয় তাঁরাও যাতে নতুন জামাকাপড় পড়তে পারেন, পুজোর কটা দিন দু'মুঠো ভাত ডাল পান সেই চেষ্টাই এই মিলন উৎসবের উদ্দেশ্য।"

অল ত্রিপুরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স এসোসিয়েশনের ১৫তম দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। রবিবার সুকান্ত একাডেমি অডিটোরিয়াম হলে অল ত্রিপুরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স এসোসিয়েশনের ১৫তম দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অল ত্রিপুরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স এসোসিয়েশন জন্মলগ্ন থেকেই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের পেশাগত মর্যাদা ও অবস্থান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করে এবং ডিপ্লোমাধারীদের ইঞ্জিনীয়ার'' পদবীটাও এই সংগঠনেরই লড়াই-সংগ্রামের ফসল।

সংগঠন নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে অন্যান্য দাবী-দাওয়া, অধিকার প্রাপ্তির প্রশ্নে। রবিবার সুকান্ত একাডেমি অডিটরিয়াম ফলে সংগঠনের পঞ্চদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার এবং মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন মেয়র দীপক মজুমদার এবং মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

গেদুমিয়া মসজিদে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ১২ তম রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। আগরতলা শিবনগরস্থিত গেদুমিয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হলো ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ১২ তম রাজ্য সম্মেলন। ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন রবিবার আগরতলায় গেদু মিয়ার মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়।পাশাপাশি সম্মেলন থেকে ২০২৪- ২০২৫ এর জন্য রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে ৮ দফা দাবি সনদ পেশ করা হয় এবং নব নির্বাচিত কমিটি আগামী ১০ টি কর্মসূচি হাতে নেয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবু ছুফিয়ান।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক সোমবার, ভার্চুয়াল বৈঠক জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় ফিরেই দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ভার্চুয়াল ওই বৈঠকে সমস্ত জেলার পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে জেলাশাসকদের যোগ দিতে ইতিমধ্যেই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার-সহ অন্যান্য পদাধিকারীরা উপস্থিত থাকবেন। বিভাগীয় সচিব ও একাধিক দফতরের শীর্ষ পদাধিকারীরা হাজির থাকতে চলেছেন।

উৎসবের মরশুমেও দেশের পণ্য ব্যবহারের আর্জি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১১৪তম পর্বে বলেন যে, আমাদের যাত্রা ১০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ৩ অক্টোবর বিজয়াদশমীর দিন এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই বছর ৩ অক্টোবর যখন ''মন কি বাত'' ১০ বছর পূর্ণ করবে, সেদিন নবরাত্রির প্রথম দিন।

উল্লেখ্য, ১০ বছর পূর্ণ 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-রও। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই মাসে মেক ইন ইন্ডিয়া-র ১০ বছর পূরণ হচ্ছে। আজ ভারত উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশ্বের পাওয়ার হাউস হয়ে উঠেছে। বিশ্ব এখন আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন আমরা দুটি বিষয়ে জোর দিচ্ছি, এক গুণমান, দ্বিতীয়-ভোকাল ফর লোকাল। তাই উৎসবের মরশুমেও মেক ইন ইন্ডিয়া পণ্য ব্যবহারের আর্জি জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী।

শেওড়াফুলি স্টেশনে স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি পালন

হুগলি, ২৯সেপ্টেম্বর (হি. স.) : 'স্বচ্ছতা হি সেবা' - কর্মসূচি চলছে দেশজুড়ে। ভারতীয় রেলের একাধিক স্টেশনে সাফাই অভিযান কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এর অঙ্গ হিসেবে এরাজ্যেরও বিভিন্ন রেলস্টেশনেও কেন্দ্রীয় কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। রবিবার ছুটির দিন পূর্ব রেলের হাওড়া শাখা, শেওড়াফুলি স্টেশনে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচি পালিত হয়। মূলত সাফাই অভিযান ও সে সম্পর্কে যাত্রী সাধারণের কাছে সচেতনতা বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এই বিশেষ উদ্যোগ জনসংযোগ দফতরের। ফিল্ড স্টাফ ও অফিসারেরা যোগ দেন। বিভিন্ন দফতরের কর্মীরাও সামিল হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট রেলস্টেশনের কর্মী এবং সাফাই মিত্র ''রা ও অংশগ্রহণ করেন। এ নিয়ে লিফলেট ও ব্রোশিওর বিতরণ করা হয়েছে স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীদের মধ্যে। প্লাস্টিক ব্যবহারের অসুবিধা ও এর প্রেক্ষিতে কুফল সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই কর্মসূচি সম্পর্কে যাত্রীদের মধ্যেই অনেকে আবার ওয়াকিবহাল নয়। সুতরাং তাদের এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। বিশেষ করে নজর দিতে - দুই ধরণের ময়লা ফেলার জন্য রয়েছে দু রকমের ডাস্টবিন। এই নজরদারি যত বাড়বে তত সবুজ সহায়ক হবে পরিবেশ।

আলিপুরদুয়ারে হাতির শাবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

আলিপুরদুয়ার, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা একটি হাতির শাবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন। রবিবার সকালে দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের কলি নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি হাতির শাবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন বনকর্মীরা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।প্রায় এক সপ্তাহ আগে শাবকটির জন্ম হয়েছে বলে অনুমান বন দফতরের। তবে হাতি শাবকের মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে বন দফতর।

পালমারের রেকর্ড, ব্রাইটনকে হারাল চেলসি

লন্ডন, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শনিবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ব্রাইটনকে ৪-২ গোলে হারাল চেলসি। স্টামফোর্ড ব্রিজে চেলসির হয়ে ৪টি গোলই করেছেন পালমার। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে প্রথমার্ধে ৪ গোল করলেন পালমার।

গোল উৎসবের শুরুটা করেছিল ব্রাইটন। ৭ মিনিটে জর্জিনিও রটারের গোলে এগিয়ে যায় তারা। এরপর ৩১ মিনিটের মধ্যে ৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। ৩৪ মিনিটে কার্লোস বালেবার গোলে ৩-২ করে ব্রাইটন। এরপর ৪১ মিনিটে চেলসি আবার গোল করে ৪-২ করে। শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলে জয় নিশ্চিত করে চেলসি।

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীমাতা বাড়ি প্রাঙ্গণে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। জগহরিমুড়ার শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীমাতা বাড়ি প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে রবিবার কচিকাঁচাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।

শারদ উৎসবকে সামনে রেখে রাজধানী আগরতলা শহরের জঘড়ি মোড়ায় শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীমাতা মন্দির প্রাঙ্গণে রবিবার সকালে কচিকাঁচাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। মোট চারটি বিভাগে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করে।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে শহরে সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের গণ অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। নিয়মিতকরণ, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল করা সহ ১০ দফা দাবিতে সরব সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। আজ আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমন্বয় কমিটি এচ বি রোডের উদ্যোগে ১০ দফা দাবিতে গণ অবস্থান করা হয়েছে।

এদিন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া রায় জানান, জাতীয় ১০ দফা দাবি ও রাজ্যে দাবি সহ মোট ১৪ দফা দাবিকে সামনে রেখে এইদিন গনঅবস্থান সংগঠিত করা হয়েছে। তিনি রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা প্রদানের জন্য রাজ্য ও দেশের সরকারের নিকট দাবি জানান। তিনি পুরানো পেনশন স্কিম চালু রাখার দাবি জানান।

মহিলাকে গাছে বেঁধে

● **প্রথম পাতার পর**

ইতিমধ্যে পরিবারের সদস্যদের রাতেই আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনায় যুক্তদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। একজন জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারার মত ন্যাক্কারজনক অমানবিক ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এখন দেখার পুলিশি তদন্তে কে বেরিয়ে আসে।

কুসংস্কার ছড়ানো

● **প্রথম পাতার পর**

সেবক। আমরা স্বচ্ছ ভারত এবং স্বচ্ছ ত্রিপুরা অভিযানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে কাজ করছি।

আমাদের সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। এজন্য আমাদের ব্যস্ত সময়সূচী থেকে সময় বের করে নিতে হবে। আমাদের মনকেও সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী সর্বদা ইতিবাচক বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্থানীয়দের জন্য ভোকাল ফর লোকাল এর উপর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। ভোকাল ফর লোকালের কারণে বিদেশের বাজারে আমাদের পণ্যের কদর বেড়েছে। ভারত সর্বদা ঐক্যের জন্য কাজ করে। তাঁর মতো একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়ে আমরা প্রকৃত অর্থে ধন্য। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের

● **প্রথম পাতার পর**

এদিন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক প্রণব সরকার বলেন, বাংলাদেশে কোটা বিরোধী আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সহ সমগ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়। তাদের ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ঐ সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপর ধর্ষণ সহ নানারকম অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়। কিছু মানুষকে জোর করে ধর্মান্তরকরণ করা হয়।

কোটা বিরোধী আন্দোলন কিভাবে সংখ্যালঘুদের অত্যাচারের রূপ নিল তা বিষ্ময়কর। এর থেকে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট যে এই আন্দোলনের অন্তরালে মুসলিম মৌলবাদী জঙ্গীবাহিনীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, তাই ফোরাম সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যতদিন প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চালানো হবে এই সংগঠনও তার আন্দোলন জারী রাখবে এবং সারা দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়া হবে।

ইতোমধ্যে এই সংগঠনের তরফে দুটো স্মারকলিপি তৈরি করা হয়েছে। একটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে প্রেরণ করা হবে এবং তার সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবি করা হবে।

অন্য স্মারকলিপিটি বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের কাছে পাঠিয়ে উনাকে বলা হবে যে অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের উপর সবরকমের অত্যাচার বন্ধ না হলে এবং জঙ্গীদের সঙ্গে এই সরকারের যোগসাজস বন্ধ না হলে আরও তীব্র জনমত গঠন করা হবে এবং আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১১৪

● **আটের পাতার পর**

রাজনীতি করতে চাই না আমরা। বিরোধীরা বরাবরই বলে চলেছে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা নেই।

এ প্রসঙ্গে বিরোধীদের কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিনিয়ত কোন সন্ত্রাস ধর্ষণ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। বিরোধীদের এসব বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন তাদের আমলে যেসব ঘটনা ঘটেছিল সেই সব ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায় পাইয়ে দিতে প্রয়োজন হলে নতুন করে মামলাগুলো ওপেন করা হবে।

প্রয়াত মণিপুরি লেখক এন রোহিনী কুমার দত্ত

● **আটের পাতার পর**

জানিয়েছেন উক্ত সাহিত্য উৎসবের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম, কবি তথা প্রাবন্ধিক ব্রজকুমার সরকার। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বাংলা - মণিপুরি কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে এন রঞ্জিতা কতৃক অনুবাদ গ্রন্থ'' দিলিপ ময়েংবম এর শ্রেষ্ঠ কবিতা'' প্রকাশিত হবে। এই বইটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করবেন মণিপুরের বিখ্যাত কবি শরতচান্দ থীয়াম। এই উৎসবে বাংলা ও মণিপুরি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হবে। এটি সম্পাদনা করেছেন দ্বিভাষিক কবি ব্রজকুমার সরকার এবং প্রসিদ্ধ মণিপুরি কবি শরতচান্দ থিয়াম।

সারা দেশে ১৮ কোটি সদস্য সংগ্রহ

● **আটের পাতার পর**

রামনগর বিধানসভা এলাকায় সদস্যতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সদস্যতা অভিযানে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা বলেন, এ বছর সারা দেশে ১৮ কোটি সদস্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে দল। আমাদের রাজ্যে সদস্যতা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই প্রায় ছয় লক্ষ সদস্যতা সংগ্রহ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটি খুবই ভালো লক্ষণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে বলেও তিনি দাবি করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান গত বছর রাজ্যের সদস্যপদ সংগৃহীত হয়েছিল সাড়ে ছয় লক্ষ।

ব্লাডমাউথের জয় রুখলো এগিয়ে চল
সুপার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুপার লিগ ফুটবল, শুরুতেই যেন জমজমাট হয়ে উঠেছে। প্রথমার্ধের গোলে এগিয়ে থাকার চাপা আনন্দে ব্লাড মাউথ ক্লাবের। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনলো এগিয়ে চল সংঘ। সুপার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। দুই দল ১-১ করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল সংস্থা পরিচালিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্লাব লিগ ফুটবল আসরের প্রথম সুপার লিগের ম্যাচে রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় গতবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চল সংঘ ও ব্লাডমাউথ ক্লাব। ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নেয় উভয় দল। এদিনের ম্যাচে খেলার প্রথমার্ধে ২৪ মিনিটের মাথায় ব্লাডমাউথ ক্লাবের হয়ে জাবেদ ডার্লং গোল করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ম্যাচের প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করলেও দ্বিতীয়ার্ধে গোলের ব্যবধান ধরে রাখতে পারেনি ব্লাডমাউথ ক্লাবের ফুটবলাররা। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের ৭ মিনিটের মাথায় এগিয়ে চল সংঘের হয়ে দেবাশীষ রাই গোলটি শোধ করে ম্যাচে সমতা নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে দু দলের খেলোয়ারদের মধ্যে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও ম্যাচের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গোলের ব্যবধান সমতা রেখে মাঠ ছাড়েন উভয় দলের ফুটবলাররা।

যেহেতু সুপারের প্রথম ম্যাচটিই উভয় দল ড্র করে।

ফলে লিগ চ্যাম্পিয়নের জন্য উভয় দলের শেষ দুটি ম্যাচ জয়ের প্রয়োজন।

সুপারের প্রথম ম্যাচে সেরা ফুটবলার হিসেবে নির্বাচিত হয় ব্লাডমাউথ ক্লাবের ফুটবলার জাবেত ডার্লং। উল্লেখ্য, খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি দুই দলের দুজন করে চারজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি ধনেশ সিং, নিজাম তামুলারি, আদিত্য দেববর্মা, সত্যজিৎ দেব রায়।

রাজ্য অনূর্ধ ১৭ হ্যান্ডবলে
দুই বিভাগেই সেরা খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি,খোয়াই। রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৭ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার বালক এবং বালিকা উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা দখল করল স্বাগতিক খোয়াই জেলা দল।খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৭ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের খেলায় রবিবার বালক বিভাগে স্বাগতিক খোয়াই দল মোট ২৪ গোল করে জয়ী হয়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চসংখ্যক গোল করে ইন্দ্রজিৎ দাস (১৫)। বিজিত দল ধলাই জেলার মোট গোল ১২ টি। ধলাইয়ের উন্মেশ রায় একাই ৭ টি গোল করে।বালিকা বিভাগেও খোয়াই জেলা দল জয়লাভ করে। সর্বমোট দলীয় গোলের সংখ্যা ১০। এরমধ্যে প্রিয়া গোপ একাই ৪ গোল করে দলকে এগিয়ে নেয়।খোয়াই দলের পক্ষে করুনা দে এবং লক্ষ্মী দাস ২টি করে গোল করে। অপরদিকে গোমতী দল ৫টি গোল করে।

খেলা শেষে এক ছোট্ট মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয়ী এবং বিজিত উভয় দলের খেলোয়ারদের পুরস্কৃত করা হয়। চ্যাম্পিয়ন খোয়াই জেলা দলের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন প্রতিযোগিতার পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার।

সবশেষে খোয়াই জেলা ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের উপ আধিকারীক কমলেন্দু শীল সকল খেলোয়াড় টিম ম্যানেজার এবং খেলা পরিচালন কমিটি সহ সকল সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ফটিকরায়ে ধনসিংহ স্মৃতি ফুটবলে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেল দারচৈ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, কুমারঘাট। ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়ীতে ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো ধনসিংহ চৌধুরী মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আসর। তরুনিনগর এফসিকে পরাজিত করে জয়ের শিরোপা দখল করে সিঙ্গাপুর এফসি।গত ২৫ আগষ্ট থেকে কাঞ্চনবাড়ী প্লে-সেন্টারের উদ্যোগে ধনসিংহ চৌধুরী স্কুল মাঠে শুরু হয় এই ফুটবলের আসর। মাসব্যাপী খেলায় মোট ২২ টি ফুটবল দল অংশ নেয়। রবিবার ছিল খেলার চূড়ান্ত তথা ফাইনাল ম্যাচ। সমাপ্তি ম্যাচে মুখোমুখি হয় দারচৈএর সিঙ্গাপুর এফ সি এবং তরুনিনগরের দল তরুনিনগর এফ সি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক সুধাংশু দাস, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান শেলী ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য অতিথিরা।

খেলার শুরু থেকেই একে অপরের প্রতি আক্রমনাত্মক ছিল এদিন উভয় দল। দুই শক্তিশালী দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে খেলার নির্ধারিত সময়ে কোন দলই গোল করতে পারেনি।

পরে টাইব্রেকারে তরুনিনগর এফ সিকে হারিয়ে জয় পায় দারচৈ এফ সি দল। খেলার শেষে চ্যাম্পিয়ান দলের হাতে ৫০ হাজার ও রানার্স দলের হাতে ২৫ হাজার টাকার চেক ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয় আয়োজকদের তরফে। ছিল অন্যান্য পুরুষ্কারও। বিজয়ীদের হাতে পুরুষ্কার তুলে দেন মন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা।

প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে গ্রামীন এলাকায় এধরনের খেলার আয়োজন করায় উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রসংশা করেন মন্ত্রী। পাশাপাশি আগামীদিনে খেলাকে ঘিরে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাসও দেন তিনি।খেলাকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় এলাকার ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে।

প্রিমিয়ার লিগ: ম্যানচেস্টার সিটিকে টপকে শীর্ষে উঠে এল লিভারপুল

লিভারপুল, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উলভারহ্যাম্পটনকে ২—১ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এল আর্নে স্লটের দল। এদিন পরপর দুটো ম্যাচ ড্র করা ম্যানচেস্টার সিটি শীর্ষস্থানের সুযোগ হারালো।

তবে প্রথম পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই হেরে যাওয়া উলসের বিরুদ্ধে লিভারপুলে জয়টা সহজে আসেনি। ম্যাচের প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ইবরাহিম কোনাতের গোলে এগিয়ে যায় স্লটের দল। বিরতির পর ম্যাচের ৫৬ মিনিটে ম্যাচে সমতায় ফেরে উলভস।গোলটি করেন রায়ান আইত নুরি। লিভারপুল অবশ্য ৫৯ মিনিটে জয়ের গোলটি পায়। এই সময় পেনাল্টি পায় লিভারপুল।সেই পেনাল্টি থেকে সালাহ গোল করে দলকে ২-১এ এগিয়ে দেন।ছয় ম্যাচে পাঁচ জয়ে লিভারপুলের পয়েন্ট হলো ১৫। সিটি ১৪ পয়েন্ট নিয়ে নেমে গেল দুইয়ে। লেস্টার সিটিকে ৪-২ গোলে হারানো আর্সেনালের পয়েন্টও ১৪, গোল ব্যবধানে পিছিয়ে তারা তৃতীয় স্থানে। আর ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে দলটি।

জার্মান ফুটবল: বায়ার্ন-লেভারকুজেনের লড়াই অমীমাংসিত

মিউনিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বুন্ডেসলিগায় টানা চার ম্যাচ জয়ের পর প্রথমবার পয়েন্ট হারল বায়ার্ন মিউনিখ। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শনিবার রাতে বুন্ডেসলিগার ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে।দুর্দান্ত দুটি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে। রবার্ট আন্দরিচ শিরোপাধারী লেভারকুজেনকে এগিয়ে নেওয়ার পর মিউনিখের হয়ে গোল শোধ করেন আলেকসান্দার পাভলোভিচ। শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে টানা চার জয়ের পর প্রথমবার পয়েন্ট হারাল বায়ার্ন। পাঁচ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে লাইপজিগ। তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছে শাবি আলোন্সোর লেভারকুজেন। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে চারে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড।

লা লিগায় টানা সাত ম্যাচে জয়ের পর প্রথম হারলো বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): লা লিগায় টানা সাত ম্যাচ জয়ের পর প্রথম হারলো হান্সি ফ্লিকের দল বার্সেলোনা। তাদের হারিয়ে দিল উজ্জীবিত ওসাসুনা। লা লিগার ম্যাচে শনিবার রাতে দারুণ এক জয় পেয়েছে ওসাসুনা। ঘরের মাঠে ৪-২ গোলে জিতেছে তারা।

ওসাসুনার হয়ে গোলগুলি করেন আন্তে বুদিমি(২) ও ব্রায়ান সারাগোসার, আবেল ব্রেতোনেস। বার্সেলোনা হয়ে গোল করেন পাউ ভিক্তর ও লামিনে ইয়ামাল। ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই থাকল বার্সেলোনা। এক ম্যাচ কম খেলে রিয়াল মাদ্রিদ ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আতলেতিকো মাদ্রিদ। আর ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছে ওসাসুনা।

লিওনেল মেসি ত্রাতা হয়ে মান বাঁচালেন ইন্টার মায়ামির

নিউ ইয়র্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার শার্লটের বিপক্ষে হারতেই বসেছিল মায়ামি। শেষ পর্যন্ত লিওনেল মেসি ত্রাতা হয়ে মান বাঁচান মায়ামির। ইন্টার মায়ামি পেল এক পয়েন্ট।

রবিবার শার্লটের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধে ১১ মিনিটে পিছিয়ে পড়ার পর ৬৭ মিনিটে মেসির গোলে ড্র করে মায়ামি। এ নিয়ে শেষ তিন ম্যাচে জয়হীন মায়ামি। তিন ম্যাচে ড্র করেছে তারা। এদিনের ম্যাচে শার্লটের হয়ে গোলটি করেন কারোল সুইডারস্কি। আর আর্জেন্টিনার গোলটি করেন লিওনেল মেসি।এই ড্রয়ের ফলে ইস্টার্ন কনফারেন্স লিগে ৩১ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে ইন্টার মায়ামি। শার্লট ৪২ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে টেবিলের সাত নম্বরে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রাজ্যে সদস্যতা অভিযানে বঙ্গের বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।।সদস্যতা অভিযানে অংশগ্রহণ করতে আবারো রাজ্যে এলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

এদিন তাকে আগরতলা বিমানবন্দরে স্বাগত জানান দলীয় নেতৃবৃন্দ।

রাজ্যে এলেন পশ্চিমবাংলার বিজেপির লড়াকু নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। রাজ্য সফর কালে তিনি সদস্যতা অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন। আগরতলা বিমান বন্দরে অবতরণ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদদের ঘোষ বলেন, ত্রিপুরায় সদস্যতা অভিযানে ব্যাপক সারা মিলেছে।

তিনি এর আগেও সদস্যতা অভিযানে রাজ্যে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং দলীয় সভাপতি প্রত্যেক প্রবীণ নেতাদের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সদস্যতা অভিযানে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। দলীয় নির্দেশেই তিনি রাজ্যে এসেছেন বলে জানান।

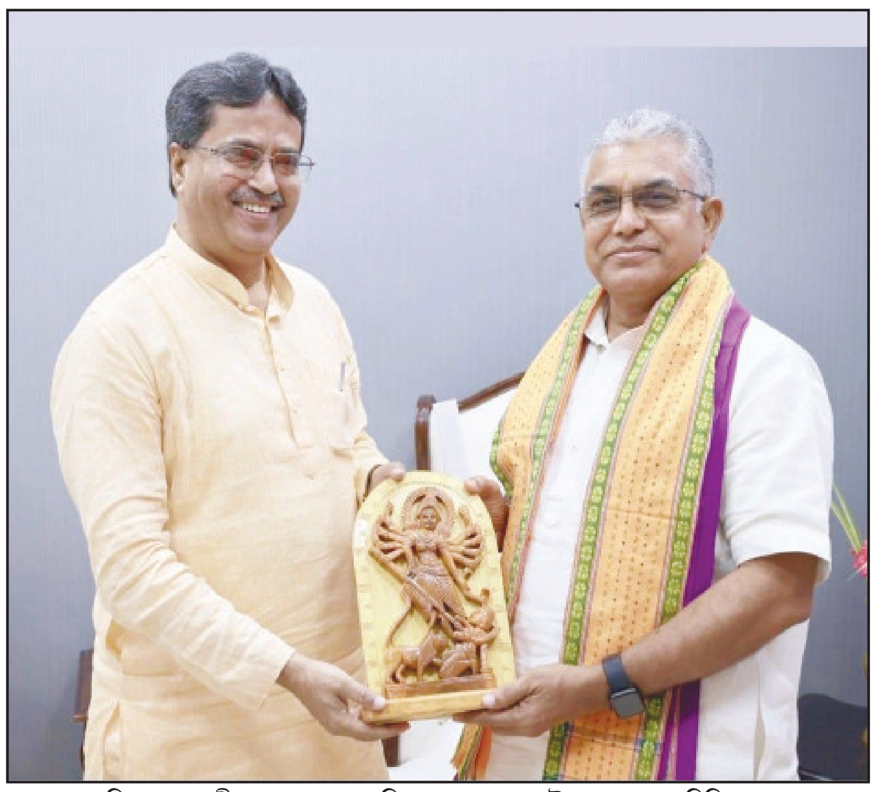

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা: মানিক সাহার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

এদিন তিনি পশ্চিম বঙ্গের আর জি করের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

ছয় কুখ্যা চোর পুলিশর জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র সেন্ট্রাল রোডে গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে চুরির ঘটনায় ছয় চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব থানার পুলিশ।

আগরতলার সেন্ট্রাল রোডে গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে চুরির ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ৬ চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই দাগে চোর বলে সদরের এসডিপিও জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে সেন্ট্রাল রোড এলাকার তিনটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছিল। এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে পূর্ব থানার পুলিশ একটি টিম গঠন করে চোরদের আটক করার জন্য তৎপরতা শুরু করে। তাতে সাফল্য এসেছে। আটক ছয় চোরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ রিমান্ডে এনে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে আর কারা জড়িত রয়েছে তাদের সম্পর্কে তথ্য উদ্ধার করার চেষ্টা চালাবে পুলিশ।

উগ্রপন্থায় ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।।উগ্রপন্থায় ক্ষতিগ্রস্তদের কথা মনে নেই রাজ্য সরকারের। এমনটাই অভিযোগ তুলেছে পশ্চিম ত্রিপুরা ও সিপাহীজলা জেলা উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটি। অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকার তাদের দাবি পূরণের প্রয়োজনে পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে উদ্বাস্তুরা।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ঘটা করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব এবং জঙ্গিদের মূল স্রোতে ফেরানোর লক্ষ্যে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজ হাতে তাদের স্বাগত জানান কিন্তু যারা এই জঙ্গিগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর কার্যকলাপের ফলে আজ গৃহহীন উদ্বাস্তু তাদের কথা মনে নেই সরকারের। কার্যত এমনই অভিযোগ তুলে ধরল পশ্চিম ত্রিপুরা ও সিপাহীজলা জেলা উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটি।

রবিবার বিশালগড়ে সংগঠনের উদ্যোগে মধ্য লক্ষ্মীবিল এলাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত জানাতে গিয়ে সংগঠনের সম্পাদক রাখাল দেবনাথ বলেন, এন এল এফ টি ও অন্যান্য জঙ্গিগোষ্ঠীর যারা ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এডিসি এলাকাগুলোতে বসবাসরত বাঙালিদের ওপর নির্মম অত্যাচার ও হত্যাকান্ড সংগঠিত করেছে আজ তাদেরকে দিল্লি ডেকে তাদের দাবি পূরণ করছে সরকার। একই সাথে তাদেরকে আড়াইশো কোটি টাকার প্যাকেজসহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে সেই সময়কালে যে বাঙালিরা এডিসি থেকে বিতারিত হয়েছে অন্যায় ও অবিচারের সম্মুখীন হয়েছিল তাদের বেমালুম ভুলে গেছে সরকার।

সেই সময় কালে সিপাহীজলা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার প্রায় সাড়ে ছ-হাজার পরিবার বিভিন্ন এলাকা যেরকম গাবর্দী, জারুলবাছাই, কাঞ্চনমালা, দোহারাম, মহারাম, হিরাপুর, সিমনা, লাটিয়াছড়া ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকা থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

তারপর থেকে বিগত ২৫ বছর ধরে পরিবারগুলো বারংবার প্রশাসনের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরলেও আজ পর্যন্ত সেই উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে এবং দাবি পূরণে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি সরকার। উল্টো যারা তাদের ক্ষতিসাধন করেছে সেইসব জঙ্গিগোষ্ঠীর দাবি পূরণ করছে।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তারা হুঁশিয়ারি দেন যদি অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকার তাদের দাবি পূরণের প্রয়োজনে যদি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে উদ্বাস্তুরা।

সম্পাদক ছাড়াও এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনের উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের চেয়ারম্যান গোপাল লস্কর ও সভাপতি সজল পোদ্দার।

ম্যাট্রিক্স স্কলারশিপ বৃদ্ধি, শহরে ধন্যবাদ রেলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়ে পাঠরত ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফ্রি ম্যাট্রিক্স স্কলারশিপ ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করা হয়েছে।এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপ রেলির আয়োজন করা হয়েছে।

এদিনের রেলি রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

ম্যাট্রিক্স স্কলারশিপের টাকা আরও ২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়ে পাঠরত ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফ্রি ম্যাট্রিক্স স্কলারশিপের টাকা ৮০০ থেকে করা হয়েছে ১০০০ টাকা। রবিবার এক মিছিলের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল ছাত্র ছাত্রীরা।

বিশ্রামগঞ্জ শচীন দেববর্মণ কলা ক্ষেত্রে ভারতীয় মজদুর সংঘের তৃতীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। রবিবার বেলা এগারোটায় বিশ্রামগঞ্জ শচীন দেববর্মণ কলা ক্ষেত্রে ভারতীয় মজদুর সংঘের সিপাহীজলা জেলার তৃতীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘের রাজ্যে সভানেত্রী দেবশ্রী কলই। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক,বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেব, তপন কুমার দে বিএমএস এর রাজ্যে সম্পাদক, দিলীপ কুমার ভৌমিক বিএমএস এর জেলা প্রভারী সহ অন্যান্যরা।উক্ত সম্মেলনে বিএমএস এর সিপাহীজলি জেলার বিভিন্ন এলাকার সদস্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন পূর্বে আরোও শ্রমিক সংগঠন আমরা দেখেছি কিন্তু বিএমএস একমাত্র শ্রমিক সংগঠন যেটা সমাজের সকল স্তরের মানুষের স্বার্থে কাজ করে। তিনি ভারতীয় মজদুর সংঘের সকল নেতৃবৃন্দকে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় কাজ করার আহ্বান জানান। আগামী দিনেও সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করার আহ্বান জানান। বর্তমান সরকারের একটাই লক্ষ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার।এটা তখনই সম্ভব হবে যদি আমরা সকলে এক হয়ে কাজ করি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ও ভারতীয় মজদুর সংঘের সিপাহীজলা জেলার প্রত্যেক নেতৃত্বদের নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার আহ্বান জানান।রবিবার সিপাহীজলা জেলার বিএমএস এর তৃতীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

সম্মেলন শেষে পুরনো কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে গঠিত হয় ২৮ জনের নতুন কমিটি। সম্পাদক নির্বাচিত হন রাজু দাস সভাপতি নির্বাচিত হন জীবন কুমার ভৌমিক সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন সজল দেবনাথ কোষাধক্ষ্য নির্বাচিত হন বিপ্লব মজুমদার মিডিয়া ইনচার্জ হিসেবে নির্বাচিত হন অরূপ কুমার দাস। নতুন কমিটির সম্পাদক রাজু দাস বলেন সম্মেলনে শিক্ষক কর্মচারী শ্রমিক বাস জিপ ট্যাক্সিচালক অঙ্গনওয়াড়ি আশা কর্মী বিড়ি শ্রমিক সহ প্রায় ৪০০ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিল। সম্মেলনের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিল ভারতীয় মজদুর সংঘের রাজ্য সভানেত্রী দেবশ্রী কলই। সবাইকে নিয়ে সংগঠনের সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার পাশাপাশি শ্রমিকদের আপদে বিপদে সবসময় পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে নতুন কমিটি।

প্রয়াত মণিপুরি লেখক এন রোহিনী কুমার দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। আজ বামুটিয়া অন্তর্গত রাঙ্গুটিয়া গ্রামের বিশিষ্ঠ মণিপুরি লেখক এন রোহিনী কুমার দত্ত ৮৭ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন বলে খবরে প্রকাশ। তিনি ত্রিপুরার মণিপুরি সাহিত্য জগতের একজন উল্লেখোগ্য লেখক ছিলেন। দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিম বঙ্গের দুর্গাপুর থেকে। তাঁর দুই পুত্র ও তিন কন্যা। জৈষ্ঠ কন্যা এন রঞ্জিতা একজন মণিপুরি কবি এবং প্রসিদ্ধ অনুবাদক।

আগামী ৩০ সেপটেম্বর দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলা- মণিপুরি কবিতা উৎসব-২০২৪। উক্ত অনুষ্ঠানে এন রোহিনী কুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে বলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জরাজীর্ণ রাস্তা নতুন চেহারায় খতিয়ে দেখলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। ২০১৮ সালে এ রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে নতুন ভাবে গোটা কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রতিটা প্রান্তর সেজে উঠছে। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পরিকাঠামোগত ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তন বা নতুন উদ্যোগ সত্যিকারের অর্থে কল্যাণপুরকে ধীরে ধীরে আধুনিক নগরীতে পরিণত করছে।

গোটা কল্যাণপুরের প্রায় প্রতিটা প্রান্তরকে ইতিমধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মোড়কে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এরকম ভাবেই সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পশ্চিম ঘিলাতলি থেকে সোনারাম পারা রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই রীতিমতো সমস্যায় ছিল, এরই মধ্যে সাম্প্রতিক বন্যায় অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়।

গোটা বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নতুনভাবে রাস্তার কাজ শুরু হয়ে বর্তমানে কাজ প্রায় শেষ। আজ এলাকার বিভিন্ন অংশের সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাস্তার কাজ পরিদর্শন করলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।

কাজের দায়ীত্বে যারা রয়েছেন , তাদের সাথে কথা বললেন এবং কোন ভাবেই যাতে করে গুণগত মানের সাথে আপোস করা না হয় সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য বিধায়ক আহ্বান জানিয়েছেন। গোটা বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিধায়ক সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে, মানুষের দাবিকে মান্যতা প্রদান করে যা যা করার দরকার সবই করা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের দাবির প্রতি সরকার সহমত পোষণ করছে বলে তিনি আজ আরো একবার কল্যানপুর বাসীর তরফ থেকে রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কৈলাসহরে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। কৈলাশহরের পুরাতন মোটর স্ট্যান্ডে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে 'স্বচ্ছতাই সেবা' উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় কৈলাশহরে তথ্যসংস্কৃতি দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । উক্ত অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দেব, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য যথাক্রমে শ্যামল দাস ও বিমল কর সহ অন্যান্যরা। প্রথমেই প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। এরপর প্রত্যেক বক্তাই তাদের বক্তব্যে স্বচ্ছতার উপর আলোচনা করেন। নাচ, গান ও পথনাটকের মাধ্যমে আমজনতার মধ্যে স্বচ্ছতার অনুভব জাগানোর চেষ্টা করা হয়।

লায়ন্স ক্লাবে পিস পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। লায়ন্স ক্লাব আগরতলার উদ্যোগে রবিবার পিস পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১১ বছর থেকে ১৩ বছর বয়সীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

লায়ন্স ক্লাব অব আগরতলার উদ্যোগে রবিবার আগরতলায় পিস পোস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। পাশাপাশি প্রত্যেককেই সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

প্রথম যে হবে সে যদি পরবর্তী প্রতিযোগিতা গুলিতে প্রথম হতে পারে তাহলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিকাগো শহরে পরিবারের একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

তিনদিন ধরে লাগাতর চুরি সূর্যমণিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়কের পাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবারো চোরের দলের হানা।

জানা গেছে আমতলী থানার অন্তর্গত সূর্য্যমনিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শনিবার গভীর রাতে চুরির কান্ড সংঘটিত হয়। রবিবার সকালে বিদ্যালয়ের ক্যান্টিনের দায়িত্বে থাকা এক মহিলা ক্যান্টিনের বিশেষ কোনো কাজে আসতেই দেখতে পান ক্যান্টিন এর দরজার তালা ভাঙ্গা অবস্থায় পরে রয়েছে। তখন তিনি বুঝতে পারেন বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটেছে এবং ওই মহিলা ক্যান্টিনের ভেতরে প্রবেশ করেই দেখতে পান ক্যান্টিনের বেশ কিছু খাবার সামগ্রী নিয়ে গেছে এবং কিছু নষ্ট করে ফেলে রেখে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওই মহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহ বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিকে ঘটনাটি জানান। ঘটনার খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন সূর্য্যমনিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্যরা। খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে আমতলী থানার সাব ইন্সপেক্টর সুস্মিতা দেবনাথ সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলের দ্রুত ছুটে যায়।

জানা গেছে সূর্য্যমনিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর আগেও একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছিল, শনিবার গভীর রাতেও একই কায়দায় আবার চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়।

তবে স্থানীয়দের ধারণা নেশাখোরেরা নেশার টাকা যোগাড় করতেই বারবার একই কায়দায় এই ধরনের চুরির ঘটনার সংঘটিত করেছে। তবে আমতলী থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

কৈলাসহরে মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। স্বচ্ছ দেশ, স্বচ্ছ রাজ্য এই মানসিকতা নিয়ে আজ কৈলাসহরের মহকুমা শাসক তথা কৈলাশহরের পৌর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রদীপ সরকার এর আহ্বানে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।

ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে কৈলাসহরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংঘটিত করা হয়েছে। এই মহতী অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, জেলাশাসক ও সমাহর্তা দিলীপ কুমার চাকমা, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায় সহ কৈলাশহর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের সমস্ত কাউন্সিলর ও স্টাফ এবং শহরের বিভিন্ন এন .জি.ও এবং ক্লাবের কর্মকর্তাগণ

বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার আনন্দময়ী রোটারী ক্লিনিকে বিনামূল্যে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। কলকাতার মেডিকা হসপিটালের দুজন ডাক্তার এদিন এই স্বাস্থ্য শিবিরের উপস্থিত ছিলেন।

আজ বিশ্ব হার্ট দিবস। এ উপলক্ষে আগরতলায় আনন্দময়ী রোটারি ক্লিনিকে কলকাতার মেডিকা হসপিটালের দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে আসা রোগীদের চিকিৎসা করে পরামর্শ দেন আগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। এদিন চিকিৎসা শিবিরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রয়াস জারি থাকবে বলে কলকাতার মেডিকা হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

অনুপ্রবেশের দায়ে আটক চার রোহিঙ্গা এবং একজন বাংলাদেশী নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। অনুপ্রবেশের দায়ে আবারো পাঁচজন বাংলাদেশীকে আটক করেছে জিআরপি থানার পুলিশ। আটককৃতদের পাঁচ জনের মধ্যে চারজন রোহিঙ্গা এবং একজন বাংলাদেশী।

রাজ্যে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। সীমান্তে বিএসএফের কঠোর নজরদারি বজায় থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এ ধরনের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে চলেছে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আগরতলার জি আর পি থানার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আবারো গোপন খবরের ভিত্তিতে জিআরপি, এবং আর পি এফ মিলে ১ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং ৪ জন রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করেছে। আটক পাঁচ জনের মধ্যে চারজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। মোট ৫ জনকেই আটক করা হয়েছে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে। বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গা নাগরিকগন অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। এ নিয়ে আগরতলা জিআরপি থানায় একটি মামলা গ্রহণ করা হয় এবং আজ তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়।

যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা হলো আমির হাকিম, ইয়াসমিন আক্তার, মোহাম্মদ তারেক, মোহাম্মদ উল্লা এবং শুকুর আলী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১১৪ তম মন কি বাত অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১১৪ তম মন কি বাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ আগরতলা মন্ডলে কার্যকর্তাদের নিয়ে মন কি বাত শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রামনগর মন্ডলের কার্যকর্তাদের নিয়ে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী। মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদের মতো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধুপুর হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। মধুপুর হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা। চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

হাসপাতাল নয়, এই যেন নরক গুজরালে পরিণত হয়ে আছে। কখনো রোগীর পাশে বেডের মধ্যে কুকুরের আস্তানা, আবার কখনো গোটা হাসপাতালের ভেতর কুকুরের আনাগোনা। অথচ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিংবা স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন হেলদোল নেই। আর এবার অভিযোগ উঠল ডাক্তার কর্তৃক রোগীদের সাথে খারাপ আচরণের।

ডাক্তার বাবুরা যতক্ষণ তাদের কর্তব্য পালন করেন বেশিরভাগ সময়ই নিজেদের কামাই বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন প্রাইভেট চেম্বারের মধ্যে। অভিযোগ উঠল কমলাসাগর বিধানসভার মধুপুর হাসপাতালের বিরুদ্ধে। নব্য ডাক্তাররা রোগীরা কিছু বলতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে বলে অভিযোগ।

কৈয়াডেপা এলাকার বাবুলাল সরকার তার স্ত্রীকে নিয়ে গত তিনদিন পূর্বে মধুপুর হাসপাতালে জ্বরের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। তার অভিযোগ তিন দিনের মধ্যে কোন ডাক্তার তার স্ত্রীকে পরিষেবা দেয়নি। অভিযোগ যতবারই বাবুলাল সরকার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেছে ততবারই তার সাথে খারাপ আচরণ করেছে। তিন দিন পর বাধ্য হয়ে কোন ডাক্তারের পরিষেবা না পেয়ে মধুপুর হাসপাতাল থেকে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার রক্ত পরীক্ষা করানোর সঙ্গে সঙ্গে ডেঙ্গু ধরা পড়ে।

জুবলি ফাউন্ডেশনের বরদান প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে প্রথমবারের মতো মৃতঅঙ্গ দান সংক্রান্ত কর্মশালা সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। জুবলি ফাউন্ডেশন, নর্থ ইস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড এর সহযোগিতায়, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রকল্পের অধীনে মৃত অঙ্গ দান সংক্রান্ত কর্মশালার সফল সমাপ্তি হয়েছে।

রাজ্যে মৃত অঙ্গ দান সম্পর্কে সচেতনতা এবং বোঝার প্রচারে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত হবে। প্রজেক্ট বড়দান, -নর্থ ইস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড এর একটি কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি উদ্যোগ, ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে মৃত অঙ্গ দান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য নিবেদিত।

রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত এই কর্মশালাগুলি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত করে কারণ তারা ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত মৃত অঙ্গ দান সম্পর্কে প্রথমবারের মতো সচেতনতা সেশনের প্রতিনিধিত্ব করে। জুবলী ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য অঙ্গদানের বিষয়ে সচেতনতা এবং গ্রহণযোগ্যতার ব্যবধান পূরণ করা, আরও বেশি ব্যক্তিকে নিবন্ধিত অঙ্গ দাতা হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা। এই কর্মশালাগুলি শুধুমাত্র অঙ্গ দান পদ্ধতি এবং আইনি কাঠামো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রচারের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করেনি বরং ছাত্র এবং অনুষদ সদস্যদের সাথে খোলামেলা আলোচনার সুযোগও দিয়েছে। কর্মশালাগুলি অঙ্গদানের জীবন রক্ষার সম্ভাবনার উপর জোর দেয়, প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে উড়িয়ে দেয় এবং সম্প্রদায়গুলিকে অর্থপূর্ণ আলোচনায় নিযুক্ত করে। জুবলী ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে যে এই কর্মশালাগুলি ত্রিপুরায় ভবিষ্যতে সচেতনতামূলক প্রচেষ্টার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে।

সারা দেশে ১৮ কোটি সদস্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা রবিবার রামনগর এলাকায় সদস্যতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

বিজেপির সদস্যতা অভিযান অব্যাহত রয়েছে। দলের বিভিন্ন স্তরের নেতারা এই সদস্যতা অভিযানে সামিল হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা রবিবার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।